কো-ভাডিস

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ

এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ
১৪, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

ভূমিকা

কুও উআদিস্? কলতি ভাষায় কো-ভাডিস্ নামে পরিচিত। ইহা পোলিশ্ ভাষায় লেখা একখানি জগৎ-বিখ্যাত উপন্যাস। বিশ্ব-সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। হেন্‌রিক্ সিয়েন্‌কিয়েভিচ্ এই উপন্যাসটি লিখে নোবেল্ পুরস্কার পান। বইখানির যখন ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়, তখন এক বছরেই নিঃশেষ হোয়ে যায় তার চার-চারটি সংস্করণ। এমনি কোরে পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্যদেশের ভাষাতেই এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে; কিন্তু বাঙ্‌লা ভাষায় হোল এই প্রথম।

রোমানরা এক সময় সারা ইউরোপে রাজ্য বিস্তার কোরেছিল। নিজেদের অতি সভ্য বোলে তারা মনে ক'রত আর অপর সব জাতিকে ভাবত অসভ্য। তাই অধিকৃত স্থানের কি দোষী কি নির্দোষ—সব লোকের ওপরেই অকারণ তারা অত্যাচার চালাত।

খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসীরাও বাদ পড়েনি তাদের এই অমানুষিক নির্য্যাতনের হাত থেকে। হাজার-হাজার খ্রীষ্টানকে তাদের হাতে প্রাণ দিতে হোয়েছিল, কিন্তু বিনিময়ে তার খৃষ্টধর্ম আজও বেঁচে আছে, শুধু অটল ভক্তি আর ঐকান্তিক বিশ্বাসের ওপর নির্ভর কোরে। এই সকল অত্যাচারী দুর্দান্ত রোমক-সম্রাটদের মধ্যে নেরোই নাম কিনেছিলেন সব চাইতে বেশী। তার সেই অত্যাচারের কাহিনীই হোচ্ছে এই উপন্যাসের আখ্যান-বস্তু।

এই বিরাট গ্রন্থখানির বাঙ্‌লায় হুবহু অনুবাদ কোরতে গেলে বইয়ের আকারও যেমন খুব বড় হোয়ে যায়, দামও বাড়াতে হয় তেম্‌নি অনেক।

অথচ বেশী মূল্যে আমাদের এই গরীব দেশে তা' বিক্রী করা শক্ত হোয়ে পড়ে। তাছাড়া কোমলমতি ছোটদের হাতে তুলে দেওয়ার উপযোগী কোরতে গিয়ে স্থানে-স্থানে সংক্ষেপ কোরতে আমি বাধ্য হয়েছি; অবশ্য মূল গল্পকে সম্পূর্ণ বজায় রেখে। তাই বিশ্বাসকরি, আমার এই বইখানি ভাল লাগলে তোমরা বড় হোয়ে নিশ্চয় আসল বইখানিই পড়বে।

সাহিত্য পুষ্ট হয় মৌলিক রচনায় এ-ক[illegible]্য। কিন্তু অনুবাদ-সাহিত্যকেও তাই বোলে অবহেলা করা চলে না। কেননা, অবস্থার বিপর্য্যয়ে কিম্বা অন্য যে কোন কারণে হোক, বিদেশী ভাষা সকলেরই শিখবার সুবিধা অনেক সময় হোয়ে ওঠে না। অথচ বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছা কারুরই নিতান্ত কম নয়। সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবার জন্যই হয় অনুবাদের প্রয়োজন। আর সেই দিকটা বিচার কোরেই আমি এই অনুবাদে হাত দিয়েছি। জগৎ-বিখ্যাত লেখকের ভাবুক মনের ভাবধারার যতটুকু ভাব ব্যক্ত কোরতে আমি প্রয়াস পেয়েছি, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকারা তা' সানন্দে উপলব্ধি কোরলে আমার এই শ্রম সার্থক মনে কোরব।

এই গ্রন্থ রচনায় আমি যে-সব হিতৈষীর কাছে আন্তরিক সাহায্য ও সহানুভূতি পেয়েছি, তাঁদের নাম আজ কৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করছি। ইতি—

কলিকাতা—
১লা আশ্বিন, ১৩৪৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ

ছেলেদের

কো-ভাডিস্

১

সে আজ প্রায় দু'হাজার বছর আগেকার কথা।

তখন রোম দেশের সম্রাট ছিলেন নেরো।

রোম সাম্রাজ্য ছিল শিল্পে, সভ্যতায়, ব্যবসায়, বাণিজ্যে ও শক্তিতে পৃথিবীর সব দেশের উপরে। লোকে বল্‌ত রোম-ই পৃথিবীকে শাসন করছে। রোমের অর্থ ছিল অজস্র, ঐশ্বর্য্য ছিল অপরিমিত। পৃথিবীর যত শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার পায়ের তলায় এসে জড়ো হয়েছিল, রাজকর হ'য়ে।

সেই সব অর্থ দিয়ে রোমবাসীরা সর্ব্বদা বিলাসে ডুবে থাক্‌ত। তাদের ঘরে পাপের অনুষ্ঠান চল্‌ত দিবারাত্র। শত শত ক্রীতদাসের আর্তনাদে ধনীদের সৌধগুলি ভরে' থাক্‌ত। তাছাড়া আরও যে কতো পাপের উৎসব চল্‌ত, তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

যখন রোমের সম্রাট হ'লেন নেরো, তখন সে পাপ বেড়ে উঠ্‌লো তার শিখরে।

নেরো ছিলেন নিষ্ঠুর। তিনি তাঁর মাতাকে হত্যা করেন

—স্ত্রীকে হত্যা করেন—ভাইকে হত্যা করেন। এক বোলতে গেলে, তিনি ছিলেন শয়তান !

শয়তানের সহায়তা পেয়ে রোমের সে পাপ অভিশাপের মত জেগে উঠ্‌লো।

তখনও ক্রীশ্চান ধর্ম পৃথিবীতে এমন— ছড়িয়ে পড়েনি। সেই সবে প্রচার সুরু হোয়েছে।

যীশু খৃষ্ট তার বত্রিশ বছর আগে মারা গেছেন। তাঁর শিষ্যরাই সব ধর্মপ্রচারের কাজ চালাচ্ছেন। যীশু মরবার সময় বারোজনের হাতে তাঁর ধর্মপ্রচারের ভার দিয়ে যান। এঁদের বলে 'এ্যাপোস্‌ল্'। এঁদের একজনের নাম পিটার। পিটার ছিলেন এক জেলে। তিনি একদিন তাঁর জেলেডিঙিতে ক'রে মাছ ধরছিলেন, এমন সময় যীশু তাঁকে দয়া ক'রে তাঁর শিষ্য কোরলেন। এবং যীশু মৃত্যুব সময় এই পিটারের হাতে তাঁর ধর্মপ্রচারের ভার দিয়ে যান। পিটার ছাড়া আরও এগারো জন 'এ্যাপোস্‌ল্' ছিলেন। তাঁদের একজনের নাম পল। পিটারের বাড়ী ছিল জেরুজালেমে, কিন্তু পলের বাড়ী ছিল রোম নগরেই।

এই পিটার আর পল পাপে-ভরা রোম সাম্রাজ্যকে মুক্তির আলো দিতে রোম নগরে ক্রীশ্চান ধর্মপ্রচারের ব্যবস্থা কোরলেন।

এই প্রচার কার্য্যে তাঁদের সাহায্যের জন্য আরও কয়েকজন ক্রীশ্চান এলেন, তাঁদের নাম তোমরা এর পরে পরে শুনবে।

রোমসাম্রাজ্যে ধর্মপ্রচার সুরু হোলো।

কিন্তু অতি ভয়ে ভয়ে, অতি গোপনে।

ভয় কেন জানো ?

যীশু যখন ধর্মপ্রচার কোরতে এলেন, তখন তাঁর ধর্ম কেউ শুন্‌লে না। অন্ধকার থেকে একটা উজ্জ্বল আলোর সম্মুখে এলেই যেমন চোখ ঝল্‌সে যায়, তেমনি যে মানুষেরা এতদিন পাপ ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে ছিল, তারা জ্ঞানের সন্ধান পেয়েও তা' দেখ্‌তে পেলে না।

তারা বিশ্বাস কোরলে না যীশুর কথা।

তারা বোললে, 'ও শয়তান, লোক ঠকিয়ে ভণ্ডামি কোর্‌ছে।' তাছাড়া, দেশের লোকের আব একটা বিপদও জুটলো। তোমরা জানো, প্রায় সকল বাড়ীতেই অন্ততঃ দুই একজনও কোনো-না কোনো নেশা করে, তারা যদি সেই নেশার জিনিষ না পায়, তবে রেগে আগুণ হোয়ে ওঠে। এদেরও হলো ঠিক তাই।

সে-সময় রাজা থেকে প্রজা, বড়লোক থেকে গরীব লোক, বুড়ো থেকে যুবা, সবাই পাপের নেশায় মশ্‌গুল ছিলো।

তারা রাতদিন মদ খেতো। রাতদিন ফুর্তি কোরতো। জ্যান্ত মানুষকে তারা বাঘের সাম্‌নে ফেলে দিতো, পিঁজরার ভেতর বাঘ তাঁকে কড়মড় কোরে চিবিয়ে খেতো, আর মানুষটা যন্ত্রণায় আর্তনাদ কোরতো ; তাই দেখে সবাই খুসী হোতো হাততালি দিতো, হাস্‌তো।

এই সব আমোদপ্রমোদ করবার জন্য থিয়েটার সিনে মতো বাঁধান জায়গা থাকতো। তোমরা ফুটবল খেলার মাঠ দেখেছো? সেগুলো ছিলো সেই মাঠের চাইতেও ঢের বড়।

চার ধারে থাকতো তার গ্যালারী। তাতে হাজার হাজার লোক আরামে বসতো আর ছেলে মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে এই নৃশংস কাণ্ড দেখতো।

শুধু যে সহরের লোকেই এ সব দেখতো, তা' নয়। মাইলের পর মাইল পথ হেঁটে দলে দলে লোক তা' দেখ্‌তে আসতো গাঁ থেকে।

এই জায়গাগুলির নাম 'এ্যাম্‌ফি থিয়েটার'।

যীশু দেশে দেশে ফিরে বোলতে লাগলেন, 'এ সব তোমাদের পাপ। এ সব কোরতে নেই। মদ ছাড়ো, বাজে তামাসা ছাড়ো, এমনি নিষ্ঠুরভাবে মানুষকে আর মেরোনা।'

দেশের সবাই গেলো ক্ষেপে—

কি রাজা, কি প্রজা, সবাই··· !

যীশুকে তারা বন্দী ক'রে আনলো। তাঁর নামে দেশের লোক অনেকেই অভিযোগ কোরতে সুরু কোরলো—তারা মিথ্যা ক'রে বোললে, 'ও শয়তানের ধর্ম প্রচার কোরছে দেশে দেশে। ওরা সবাই শিশুহত্যা করে, কূপের জলে বিষ দেয়, ঘর পোড়ায়, গাধার পুজো করে।'

যীশুর বিচার হোলো—

প্রাণদণ্ড!

ফাঁসী নয়, মশানে নিয়ে গর্দান কেটে হত্যা নয়। সে এক নতুন ধরনের প্রাণদণ্ড।

একটা কাঠের ওপর বড় বড় পেরেকে গেঁথে তাঁকে ঝুলিয়ে দেওয়া হোলো।

যীশুর ভক্তেরা চাইলে এর প্রতিশোধ নিতে, কিন্তু তিনি ছিলেন ভগবানের অবতার। মানুষের উদ্ধারের জন্যই পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাই বাধা দিলেন যীশু নিজেই।

কাঠের সেই ক্রুশের ওপব পেরেকে আটকানো হোয়ে তিনি ঝুল্‌তে লাগলেন। সর্বাঙ্গ দিয়ে তাঁর দর দর কোরে রক্ত পড়তে লাগলো। দেহের রক্তে পায়ের তলার মাটি রাঙা হোয়ে গেলো। তবুও এতটুকু আর্তনাদ তিনি কোরলেন না। বরং মুখে তাঁর হাসি ফুটে উঠলো।

তারপর উর্দ্ধে দৃষ্টি তুলে শুধু বোললেন, 'ওরা যা' কোরছে তা' ওরা না জেনেই কোরছে। ভগবান, ওদের ক্ষমা কর। ওরা যেদিন বুঝতে পারবে, সেদিন এ পাপ আর কোরবে না।'

নিরুপায় শিষ্যরা দাঁড়িয়ে শুধু শিশুর মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। আর করযোড়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কোরলো, 'ভগবান এদের জ্ঞান দাও। এরা বুঝুক্ এরা কি কোরছে।'

কিন্তু তখনও তাদের সময় আসেনি। ভগবান ওদের বুঝবার মতন শক্তি দিলেন না। তখনও তারা ক্রীশ্চানদের সাথে শত্রুতা কোরতো, তাদের ঘৃণা কোরতো।

তাই ক্রীশ্চানরা থাকতো আড়ালে আড়ালে। মুখে কেউ কোনও দিন স্বীকার কোরতো না, যে তারা ক্রীশ্চান। কিন্তু নিজেদের সম্প্রদায়কে তারা চিনতো। কে ক্রীশ্চান আর কে নয়, তা' কেমন কোরে জানতো বলতো ?

তারা সবাই একটা সঙ্কেত ব্যবহার কোরতো। সে সঙ্কেত অন্য কেউ বুঝ্‌তে পারে না। শুধু পারে ওরাই। এই সঙ্কেত দেখলে আর কারু কোন ভয় বা সন্দেহ থাকে না। তারা নিজেদের মধ্যে খুব প্রাণ খুলে আলাপ আলোচনা কোরতে পারে।

ঠিক এমনি সময়ের গল্প।

শোনো—

সম্রাট নেরোর পাপের চেয়ে খাম্‌খেয়াল ছিলো আরো বেশী। তিনি খে[illegible]লে যা' নয় তা' কোরে বসতেন। তাঁর হিতাহিত জ্ঞান থাকতো না।

বুদ্ধিও ছিল তাঁর বেশী নয়।

তিনি যুদ্ধ কিম্বা রাজ্য নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামাতেন না। মণি-মুক্তার জড়োয়া দেওয়া সোনার পালঙ্কে তিনি শুয়ে থাকতেন। বাঁদীরা সুগন্ধি তেল দিয়ে গা-হাত টিপে দেয়। মদ খান, বাঁশী বাজান আর কবিতা লেখেন। যদিও ভাল কবিতা তিনি কোনদিনই লিখতে পারেননি তবু তাঁর কবিতাকে লোকে খুব ভালো বোলতো। না বলে' উপায় ছিল না। রাজার মেজাজ একটু গরম হোলেই ধাঁ কোরে ঘাড়ের মা[illegible] নেবে আসবে মাটিতে। নিজের কবিতা সম্বন্ধে নেরোর অতি উচ্চ ধারণা ছিলো।

সম্রাটের কবিতা শুনবাব জন্য, তাঁর বাঁশী বাজানর তারিফ করবার জন্য ছিলো একদল চাটুকার। এদের চাটুবাক্য শুনে [illegible]ও খুব তারিফ কোরতেন।

হ্যাঁ···নেরো বোলতেন, 'পৃথিবীতে যতো সব দেবতা আছেন তিনিও তাঁদের মধ্যে একজন।' এ কথা কেউ অস্বীকার কোরতো না—

ভাগ্নে বোললে, 'যুদ্ধে আহত হোয়ে যখন দেশে ফিরি ত সহরের সীমানায় এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে আমি আশ্রয় পেয়েছিলাম।'

—'তারপর ?'

—'ভদ্রলোকের নাম অলাস্। তুমি তাকে নিশ্চয় চেনো। তাঁর একটি মেয়ে আছে। নাম তার লিজিয়া। আমি তাকে বিয়ে কোরবো।'

মামা খুসী হয়ে বোললেন, 'বেশ ত।'

—'কিন্তু তারা যদি বিয়ে দিতে না চায় ?'

মামা ভাগ্নের কথায় হেসে উঠে বোললেন, 'পাগল! রোমরাজ্যে আবার এমন লোক আছে নাকি ? সম্রাট নেরো—তাঁর বন্ধু পিত্রোনিয়াস্। আবার সেই পিত্রোনিয়াসের ভাগ্নে, আপন দিদির ছেলে, তাকে মেয়ে দেবে না ? এ তার সৌভাগ্য। তাছাড়া—তোমার মত বীর, বড়লোকের ছেলে, সুন্দর চেহারা, তোমাকে মেয়ে না দেওয়ার কারণই বা কি থাক্‌তে পারে ?'

ভিনিসিয়াস্‌ও এ কথাটা মনে মনে আঁচ কোরেছিলো। এবার মামার কথায় খুব খুসী হোয়ে সে হেসে বোললে, 'নিশ্চয় তাঁর সৌভাগ্য বই কি!'

'কিন্তু মেয়েটিকে যে একবার দেখতে হবে। নইলে তো আর যে সে একটা মেয়ের সঙ্গে আমার ভাগ্নের বিয়ে দিতে পারিনে।' উত্তর দিলেন পিত্রোনিয়াস।

পরে তিনি একটু থেমে বোললেন, 'হ্যাঁ, মেয়েটা তোমার সঙ্গে কথা কয়েছে ?'

—'না।'

—'কিছুই না ?'

—'না। তবে [illegible] দিয়ে একটা মাছ এঁকে দেখিয়েছিলো।'

পিত্রোনিয়াস্ অবাক্ হোলেন।

—'মাছ ?'

—'হ্যাঁ, মাছ।'

পিত্রোনিয়াস্ কিছুই বোললেন না।

পরে লিজিয়াকে দেখতে যাওয়ার কথা স্থির হোলো—সেদিন বিকেলেই।

লিজিয়াকে দেখে পিত্রোনিয়াস্ খুসীই হোলেন।

অলাস্‌কে জিজ্ঞাসা কোরে তিনি জানলেন, লিজিয়া তাঁর মেয়ে নয়। ছোটবেলা থেকে তাঁর কাছে মানুষ হোয়েছে মাত্র। তার বাবা ছিলেন লিজিয়ান্ জাতির রাজা। তিনি যুদ্ধে মারা যান। অলাস্ ছিলেন তাঁর বন্ধু। সেইজন্য বন্ধুর মেয়ে সেই থেকে তাঁর কাছেই আছে।

পিত্রোনিয়াস্ ভুরু কুঁচ্‌কে কি ভাবলেন। অলাস্‌কে আর কিছুই বোললেন না। একটা শয়তানী মতলব আঁটতে আঁটতে তিনি বাড়ী ফিরলেন।

পরদিন অতি সকালেই অলাস্‌দের বাড়ীতে একদল রাজার ফৌজ গিয়ে হাজির।

বাড়ীর সবাই ভয়ে কেঁপে উঠ্‌লেন।

ফৌজদের মধ্যে একজন সর্দার বোললো, 'সম্রাট নেরোর আদেশ—লিজিয়াকে তারা নিতে এসেছে।'

ফৌজ সম্রাটের সই-করা একখানা কাগজ অলাস্‌কে দিলো। তা'তে লেখা আছে, 'লিজিয়ার বাপ-মা যখন কেউ নেই, তখন রাজাই হোচ্ছেন তার একমাত্র অভিভাবক। অতএব অবিলম্বে যেন তাকে রাজার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।'

অলাসের ভীত-দুর্বল হাত থেকে কাগজখানা খসে' মাটিতে পড়ে' গেল। ফাঁসী যেতে হোলেও বুঝি এত কষ্ট তাঁর হোতোনা। সেই এতোটুকু বেলা থেকে যাকে মানুষ কোরেছেন, আজ তাকে বিদায় দেবেন তিনি কেমন কোরে?

চোখ দুটী তাঁর জলে ভরে' উঠ্‌লো।

লিজিয়া অলাসের স্ত্রী পম্প্‌নিয়ার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদছে। পম্প্‌নিয়া তাকে মায়ের স্নেহ-আদরে মানুষ কোরেছেন। তাঁরও চোখ ফেটে জল বেরুলো। কী বলে' আজ তাঁর আদরের লিজিয়াকে তিনি সান্ত্বনা দেবেন?

কিন্তু উপায়ই বা কী?

পাষাণ নেরো তো কান্নায় গলেন না

তাঁর আদেশ না মানলে তিনি এখনই সবাইকে খুন করবেন—তাঁকে, লিজিয়াকে, সবাইকে।



ফৌজ সম্রাটের সই-করা একখানা কাগজ অলাসকে দিলো

নিরুপায় হোয়ে অলাস্ লিজিয়াকে পাঠিয়ে দেওয়াই স্থির কোরলেন। শুনে লিজিয়া আরো কাঁদতে লাগলো। কিন্তু তাকে তো যেতেই হবে!

লিজিয়া যেখানে কাঁদছিলো তার অদূরেই দাঁড়িয়ে একটা লোক।

লোকটার বয়েস হোয়েছে। কিন্তু এখনও শরীরের বল যায়নি। পাহাড়ের মতো তার চেহারা। চোখতুটো যেন আগুনে-তাতা লোহার ডালা। হাতগুলো যেন ইস্পাতে তৈরী।

সে হোচ্ছে লিজিয়ার রাজ্যের লোক। রাজা মরবার পর থেকেই সে তাদের রাজকন্যার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। লিজিয়াকে সে ছোটবেলা রাতদিন কোলে-পিঠে নিয়ে বেড়িয়েছে। এখন সে বড় হোয়েছে, কিন্তু তাব কাছে যেন লিজিয়া আজও সেই ছোট্টটী আছে।

তার নাম আরসাস্।

সে এসে বোললো, 'আমিও সঙ্গে যাবো। নইলে সেখানে তুই একলা থাক্‌বি কি করে? কে দেখবে তোকে?'

এত ভয় ও তুঃখে লিজিয়া যেন একটু সাহস পেলো, আনন্দও হোলো তার মনে। চোখের জল মুছে সে বোল্‌লে, 'বাবা, আরসাস্ আমার সঙ্গে যাবে?'

তিনি বাধা দিলেন না। রাজার ফৌজরাও তাকে সঙ্গে যেতে দিলো। সম্রাট লিজিয়া ও আরসাসের জন্য রাজ-অন্তঃপুরেই স্থান কোরে দিলেন।

পিত্রোনিয়াস্‌ই সম্রাটকে যুক্তি দিয়ে লিজিয়াকে ধরিয়ে এনেছেন। তাঁর ভাগ্নের সঙ্গে ওর বিয়ে দিবেন, তাই।

সম্রাট নেরো তাঁর স্ত্রীকে হত্যা কোরেছিলেন। তারপরে কিন্তু আবার বিয়ে কোরেছিলেন তিনি দুটো। সুয়োরাণীর নাম আকৃতি আর দুয়োরাণীর নাম পপি।

আকৃতি ছিলেন ভালোমানুষ। পপিকে বিয়ে করবার পর সম্রাট আর আকৃতিকে বড় একটা ভালো চোখে দেখতেন না। পপির ছেলে হোয়েছে ; তাঁর এখন খুব আদর। সম্রাট পপির কথা অমান্য কোরতে পারেন না।

পরে একটি মেয়েও হোয়েছে পপির। সেই রাজকন্যার জন্ম-তিথিতে কী উৎসবই না হোয়ে গেল। রাজা টাকা-পয়সা হরির লুট দিলেন। রাজ্যময় হুলুস্থুলু পড়ে' গেল। বাজী-তামাসা আর হাসির হর্‌রায় ভোরে গেল চতুর্দিক।

আজকাল নেরো কোন উৎসব কোরলে পপিই সেখানে রাণীর সিংহাসনটা দখল কোরে বসেন। সুয়োর এতে বোলবার কিছুই নেই। ইচ্ছে কোরলে তিনি আকৃতিকেও খুন কোরতে পারেন। পপিকেও যে পারেন না, তা' নয়। তবে সেটা তাঁর খেয়াল।

তাছাড়া আকৃতি রাজার এই খেয়াল আর পাপ যেন সহ্য কোরতে পারতেন না। তাই তিনি আজকাল কোনও উৎসবে যান না। শুদ্ধভাবে জীবনযাপন কোরতে চেষ্টা করেন।

আক্‌তির সঙ্গে অলাসের পরিচয় ছিলো আগে থেকে। তাই লিজিয়াকে তিনি নেরোর কাছে পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গে আক্‌তিকে সে কথা জানালেন। যেন ওকে তিনি একটু দেখেন শুনেন।

লিজিয়া যখন নেরোর অন্তঃপুরে এলো তখন আক্‌তি তাকে সত্যিসত্যিই ভালো না বেসে থাকতে পারলেন না। আক্‌তির কোনো ছেলে মেয়ে ছিলো না। তাই ওকে তিনি মায়ের মতো স্নেহ ঢেলে ভালোবেসে ফেললেন। লিজিয়ার অমন সুন্দর শ্বেত-পদ্মের মতো মুখখানি চোখের জলে ভেজা দেখলে প্রাণে তাঁর খুব কষ্ট হয়।

আক্‌তির কাছে এসে লিজিয়াও যেন একটু সান্ত্বনা পেলো। নেরোর এই বিরাট প্রাসাদ, এর দৈত্যের মতো প্রহরী, দেমাকী ঝি-চাকর, সবাইকে সে ভয় করে। শুধু আরসাস্ আর আক্‌তির কাছে লিজিয়ার একটু যা' সাহস হয়।

লিজিয়া কাঁদছে। আক্‌তি তার সোনালীরঙের এলো চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালিয়ে ওর চোখের জল মুছে দিয়ে বোললেন, 'ভয় কি? কালই তোমায় ভিনিসিয়াস্ এসে নিয়ে যাবে।'

লিজিয়া কেঁদে বোললে, 'না, যাবো না।'

আক্‌তি বোললেন, 'কেন? তা'কে বিয়ে কোরতে কি তোমার অমত আছে?'

লিজিয়া আক্‌তির বুকে ছোট শিশুর মতো মাথা লুকিয়ে

দে বোললে, 'আমাদের যে বিয়ে কোরতে নেই মা আমাদের ধর্মে মানা আছে।'

কি যে তার ধর্ম আকৃতি তা' বুঝতেন না। তিনি লিজিয়াকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বোললেন, 'তবে কি কোরবে ?'

—'পালিয়ে যাবো।'

—'নেরোর প্রাসাদ থেকে? কিন্তু পালিয়ে গিয়ে থাকবে কোথা ? নেরোর চোখ যে পৃথিবীর সর্বত্র জুড়ে রয়েছে মা। সে চোখে ধূলো দেওয়ার সাধ্য কি তোমার আছে ?'

লিজিয়া অবোধের মতো কেঁদে বোললে, 'হোক্। তবু পালিয়ে যাবো।'

আকৃতি এই পাগল মেয়েটীকে যে কী বলে বোঝাবেন খুঁজে পেলেন না। লিজিয়া তাঁর বুকের মধ্যে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলো, নিতান্ত অবুঝের মতো।

সেদিন বিকেলে দুয়োরাণী পপি তাঁর মেয়েকে কোলে নিয়ে আকৃতির মহলে এলেন। লিজিয়া সেখানে ছিলো। পপি তাকে দেখে ভাবলেন, 'নেরো বোধ হয় আবার বিয়ে করবার জন্য এই মেয়েটীকে নিয়ে এসেছেন।'

পপি হিংসায় জ্বলে উঠ্‌লেন। তিনি লিজিয়ার কাছে এসে জিগ্যেস কোরলেন, 'তুই কেন এসেছিস ?'

লিজিয়া বোললে, 'আমি ত' আসতে চাইনি, সম্রাট আমায় ধরে নিয়ে এসেছেন

পপি ভ্রূ কুঁচ্‌কে কি ভাবলেন। পরে বোললেন, পালিয়ে যেতে চাস্ ?'

লিজিয়া আনন্দে আটখানা হোয়ে বোললে, 'হ্যাঁ।'

পপি বোল্‌লেন, 'বেশ, আজই চোলে যাওয়ার ব্যবস্থা তোকে কোরে দিচ্ছি।'

হঠাৎ তাঁর কোলের রাজকন্যা ট্যাঁ কোরে কেঁদে উঠ্‌লো। পপি এবার মেয়েকে আদর কোরতে কোরতে নিজের মহলের দিকে চোলে গেলেন।

খানিক বাদেই সংবাদ এলো, 'আজই ভিনিসিয়াস্ তাকে নিয়ে যাবে।'

আরসাস্ বোললে, 'ঠিক হবে। ভিনিসিয়াসের ওখানে যাওয়ার পথেই আমরা পালাবো। তার ব্যবস্থা কোরছি।'

আরসাস্ প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেলো।

সন্ধ্যার অন্ধকারে ভিনিসিয়াসের কয়েকজন ক্রীতদাস এলো পালকী নিয়ে—লিজিয়াকে নিতে। লিজিয়া ভয়ে ভয়ে পালকীতে এসে বসলো।

পালকী চোলেছে অন্ধকারের বুক চিরে—রোম নগরের আলো ঝক্‌ঝকে পথ পেরিয়ে, মোড় ফিরে, দ্রাক্ষাকুঞ্জের পাশ দিয়ে।

হঠাৎ একটা রে-রে শব্দে সেখানকার মাটি কেঁপে উঠলো। সঙ্গের আলোগুলো গেল সব নিবে। মুহূর্তে ক্রীতদাসদের আর্তনাদ শোনা যেতে লাগলো। সেই জনকোলাহল ছাপিয়ে

লিজিয়ার কানে ভেসে এলো আরসাসের গলা। লিজিয়া চীৎকার কোরে ডাকলো, 'আরসাস্! আরসাস্!! এই যে আমি!'

আরসাসের দলে যে কম লোক নয় তা' স্পষ্ট বুঝতে পেরেই ওদের যারা অক্ষত ছিলো তারা ও পালকী বাহকেরা লিজিয়াকে ফেলে অন্ধকারে যে যার প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেলো।

আরসাস্ এবার লিজিয়াকে কোলে তুলে নিয়ে ছুটতে লাগলো। আরসাসের গায়ে দৈত্যের মতো বল। লিজিয়া যেন তার কোলে ছোট একটা খুকী আর তার বাবা যেন ভয়ে ভয়ে তাকে লুকিয়ে নিয়ে পালাচ্ছে।

লিজিয়াকে কে কোথা থেকে এসে কোথায় ছিনিয়ে নিয়ে গেলো। কিন্তু এ সংবাদ ভিনিসিয়াস্‌কে কে দেবে? ভিনি-সিয়াসের বাড়ীতে ভোজের ব্যবস্থা হোয়েছে। বাড়ীতে আলো আর আলো, ফুল আর ফুল!

লিজিয়ার জন্য ব্যাকুল ভাবে ভিনিসিয়াস্ প্রতীক্ষা কোরছে। এমন সময় ক্রীতদাসদের কলরব শোনা গেলো বাড়ীর বাইরে। ভিনিসিয়াস্ ছুটে গিয়ে জিগ্যেস্ কোরলে, 'লিজিয়া কই?'

ক্রীতদাসরা সব হাউ হাউ কোরে কেঁদে উঠলো। ভিনি-সিয়াসের সামনে তারা নতজানু হোয়ে বোললে, 'আমাদের সর্বাঙ্গ বেয়ে রক্ত পোড়ছে। মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।'

ভিনিসিয়াস্ মাটিতে পদাঘাত কোরে বোললেন, 'চুপ কর্ কুকুরের দল! লিজিয়া কই?'

'তাকে কারা যেন এসে আমাদের কাছ থেকে ছিনি নিয়ে গেলো। রাত্রির কার আর প্রহারের যন্ত্রণায় তা আমরা দেখতে পাইনি হুজুর।'

ভিনিসিয়াস্ রেগে হুকুম দিলেন, ক্রীতদাসদের সব চাবুক মারতে। আর সে চাবুকের পরিমাণ যেন এমন হয় যে রক্ত বেরিয়ে আসে ওদের গা দিয়ে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আদেশ পালিত হোতে সুরু হোলো। চাবুকের শব্দ আর ক্রীতদাসদের করুণ আর্তনাদ সে দিন ভেঙে দিতে লাগলো সহরের স্তব্ধতা। সারারাত্রি ভিনিসিয়াসের বাড়ীতে কারু চোখে ঘুম এলো না।

৬

লিজিয়া যে কোথায় গেলো, সে কথা ভিনিসিয়াস্ আর পিত্রোনিয়াস্ ভেবে ভেবে ঠিক কোরতে পারলেন না। প্রথমে ভাবলেন, হয়ত সম্রাটের খামখেয়ালীতে এই কাণ্ডটা ঘটেছে। আবাব ভাবলেন, নাঃ অলাস্ই এমনি কোরে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন। কিন্তু তাও কি সম্ভব! অলাসের এত সাহস হবে? সম্রাটের বিরুদ্ধে লিজিয়াকে তিনি ডাকাতি কোরে নিয়ে যাবেন!

অবশেষে তাঁরা ঠিক কোরলেন, এ নিশ্চয়ই সম্রাটের কাজ। খামখেয়ালীতে সম্রাট কি না কোরতে পারেন?

ভিনিসিয়াস্ সকাল হোতেই ছুটে এলো সুয়োরাণী আক্‌তির কাছে। তিনি সব শুনে বোললেন, 'এ যে সম্রাটের কাজ নয়, তা' আমি দিব্যি কোরেও বোলতে পারি।'

—তবে কি অলাস্ নিয়ে গেছে?

—না। তাও না।

—তবে?

—সম্রাটকে এর সন্ধান কোরতে বোলবো? তিনি শুন্‌লে খুব চটে যাবেন নিশ্চয়ই।

সুয়োরাণী যেন একটু কি ভেবে বোললেন, 'তুমি কি লিজিয়াকে ভালবাসো? তাকে বিয়ে কোরতে চাও?'

ভিনিসিয়াস্ বোললে, 'হ্যাঁ।'

—তবে সম্রাটের কাছে লিজিয়ার নাম কোরো না লিজিয়ার সন্ধান পেলে, তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

—কেন?

—কাল থেকে রাজকন্যার অসুখ। ছোটরাণী বোলেছেন যে লিজিয়াই নাকি তাকে মন্ত্র করেছে। ও নাকি ডাইনী। এ কথা শুনে সম্রাট গেছেন চটে। লিজিয়াকে পেলে তার প্রাণদণ্ড দেবেন ঠিক কোরেছেন।

ভিনিসিয়াস্ ভয় পেয়ে গেলো; লিজিয়া কখনও ডাইনী হোতে পারে? অসম্ভব!

হয়ত সে অলাসের কাছে আবার ফিরে গেছে। কিন্তু সন্ধান নিয়ে দেখা গেলো যে, সেখানেও লিজিয়া নেই। তাছাড়া অলাস্ যে ওর সম্বন্ধে কোন কিছু জানেন না, তাও বোঝা গেলো।

কিন্তু লিজিয়ার সন্ধান পাওয়া যায় কেমন করে?.........

অবশেষে পিত্রোনিয়াস্ খুঁজে খুঁজে একটা লোক যোগাড় কোরলেন, সে নাকি সব-জান্তা। কোনও কাজই তার কাছে কঠিন নয়। লোকটির নাম চিলোন। গ্রীস্‌দেশে তার বাড়ী। রোম সহরে লোকের হাত গুণে, লোক ঠকিয়ে সে খায়। সে বোললে, 'লিজিয়ার খোঁজ সে এনে দেবেই।'

ভিনিসিয়াস্ তাকে অনেক টাকা পয়সা দিলেন আর জিগ্যেস কোরলেন, 'লিজিয়ার সম্বন্ধে কোনও কিছু জানতে চাও?'

—বলুন।

—সে আমায় একটা মাছ এঁকে দেখিয়েছিলো।

—মাছ ?

চিলোন এই মাছের অর্থ বুঝলো না। কিন্তু চাল দিয়ে সে বোললো, 'বুঝেছি।'

—কি বুঝেছো ?

—আপনাব ভাগ্য সুপ্রসন্ন।

চিলোন সেদিন ভিনিসিয়াসেব কাছে অনেক টাকা পয়সা পেয়ে একটা মদেব দোকানে এসে উঠলো। তাব মাথাব মধ্য দিয়ে মাছটা অনেকবাব এলো, গেলো। চিলোন ভাবলো, এই মাছেব অর্থ কি ? মেয়েটী এতো জিনিষ থেকে মাছ এঁকে দেখালে কেন ? চিলোন পেয়ালার পর পেয়ালা সুরা পান কোরতে লাগলো। ভিনিসিয়াসের কাছে আজ অনেক টাকা পেয়েছে, এব সদ্ব্যবহাব সে কোরবেই।

এমনি কোরে একটাব পব একটা পেয়ালা শেষ হোলো অনেকগুলি। তবু চিলোন এর কোনও কিছু ঠিক কোরতে পাবলো না। বাব বাব সে মদ দিয়ে টেবিলেব ওপর মাছ আঁকলো ; কিন্তু স্থিব কোরতে পারলো না কিছুই।

কিন্তু এই মাছের মধ্যেই যে একটা কিছু আছে, তা' সে বেশ বুঝতে পেরেছিলো। তাই মাছটাকে নিয়েই সে মাথা ঘামাতে লাগলো।

পরদিন সকালে উঠে আবার ভিনিসিয়াসের বাড়ীতেও

গলো। ভিনিসিয়াস্ কিছু জিগ্যেস করবার পূর্বেই চিলো বোললে, 'সন্ধান পেয়েছি

ভিনিসিয়াস্ আহ্লাদে মুখটখানা হোয়ে জিগ্যেস কোরলেন, 'কোথায় আছে সে ?'

—তা' এখনও ঠিক বোলতে পারিনা। তবে একটা জিনিষ জানতে পেরেছি।

ভিনিসিয়াস্ হতাশ হোয়ে বোললেন, 'কি ?'

—'লিজিয়া ক্রীশ্চান।'

—'কি কোরে জানতে পারলে ?'

পিত্রোনিয়াস্ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বোললেন, 'বাজে কথা। লিজিয়া কখনও ক্রীশ্চান হোতে পাবে না। ক্রীশ্চানরা মানুষের শত্রু। তারা ঝরণায়—কূপের জলে বিষ দেয়, গাধার মুণ্ডু পূজো করে, নিজেদের ছেলে বলি দেয় তারা, আর লিজিয়া কখনও সেই ক্রীশ্চান হোতে পারে ?'

চিলোন বোললে, 'গ্রীক ভাষায় যীশুখৃষ্ট মানুষের মুক্তিদাতা কথাগুলি বলুন দেখি। প্রত্যেকটি কথার প্রথম অক্ষর নিয়েই যে শব্দ হয়, সেটি হোচ্ছে মৎস্য।'

পিত্রোনিয়াস্ অবাক্ হোয়ে বোললেন, মৎস্য! তবু তিনি বিশ্বাস কোরলেন না যে লিজিয়া কখনও ক্রীশ্চান হোতে পারে। তিনি ভিনিসিয়াস্কে জিগ্যেস কোরলেন, 'সত্যই কি লিজিয়া মাছ এঁকে দেখিয়েছিলো ? না, তুমি হয়ত ভুল দেখেছো।'

ভিনিসিয়াস্ উত্তপ্ত হোয়ে বোললে, 'পৃথিবীতে যতো দেব

আছে, সবার দিব্যি কোরে বোলতে পারি, আমি পাগল হোয়ে যাবো। সে যদি পাখী এঁকে দেখাতো, তবে সে কথা কি আমার মনে থাকতো না ?'

চিলোন বোললে, 'আমি জোর কোরে বোলতে পারি, তিনি ক্রীশ্চান।'

পিত্রোনিয়াস্ বোললেন, [illegible] সেই সঙ্গে একথাও বোলতে হয়, যে লিজিয়া কূপের জলে বিষ দেয়, ছেলেমেয়েদের খুন কোরে মারে !'

চিলোন বোললে, 'তাঁদের কথা আপনি জানেন ? তিন বছর আগে আমার সঙ্গে এক ক্রীশ্চানের আলাপ হোয়েছিলো। তিনি ছিলেন ডাক্তার। নামটা—হ্যাঁ. গ্লকাশ। তিনি তো বেশ ভালো লোক।'

'তুমি বুঝি মাছের মানেটা সেই গ্লকাশের কাছ থেকেই শিখে এলে ?'

চিলোন সুধু কাঁদতে বাকী রেখে বোললে, 'হায়—সেবারেই গুণ্ডারা তাঁকে এক সরাই খানায় খুন কোরে মারলে ! আর তাঁর ছেলে, মেয়ে, স্ত্রীকে কয়েকজন লোক বিক্রী কোরবে বোলে নিয়ে পালালো। আমি বুড়োকে বাঁচাতে কতো চেষ্টা কোরলাম—পারলাম না। কিন্তু হাতের দুটো আঙুল আমার কাটা পড়লো। শুনেছি ক্রীশ্চানরা নাকি যাদু জানে। তাই কাটা আঙুল দুটো গজাবার আশা এখনও রাখি।'

—'তবে তুমিও ক্রীশ্চান নাকি ?'

—আজ্ঞে, কাল যখন মাছের কথা শুনলাম, অবধি রোম নগরের দিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। আমি রুটির দোকান থেকে মাংসের দোকান, মাংসের দোকান থেকে মাছেব দো ন, মাছের দোকান থেকে তেলের দোকান—সর্বত্র ফিরলাম সকলের সুমুখে মাছ এঁকে দেখালাম, কেউ বুঝতে । তার পর এক বুড়োর কাছে এলাম। সে বসে কাঁদছিলো। তাকে জিগ্যেস বোললে, 'পেটের দায়ে তার একটী মাত্র ছেলেকে সে কোনো সময়ে এক ধনীব পায়ে বিকিয়ে দিয়েছিলো। সেই থেকে ছেলেটী তার ক্রীতদাস হোয়ে আছে। তাকে আবার ফিরে পাবার জন্য বুড়ো সারাজীবন ওর মনিবের কাছে চাকরী কোরেছে। তাছাড়া টাকাও তাব ফেরত দিয়েছে সব। সেই মনিব টাকাগুলি নিয়েছে কিন্তু ছেলেটাকে আর ফেরত দেয়নি। তাই তার এই কান্না। আমি তাকে মাছ এঁকে দেখালাম। সে বোললে, আমিও ক্রীশ্চান। যখন আমি জিগ্যেস কোরলাম, তুমি কি এই মাছটা দেখে বুঝতে পারলে? উত্তব দিলে সে, হ্যাঁ। ক্রীশ্চানরাই নাকি ক্রীশ্চানকে মাছ এঁকে দেখায়! তা'হলে মেয়েটীও নিশ্চয় ক্রীশ্চান আর ক্রীশ্চানদেব সঙ্গেই সে আছে। আমি তাকে ঠিক খুঁজে বের কোরবো।'

সেদিনও চিলোন কিছু টাকা নিয়ে বিদায় হোলো। তারপর কয়েকদিন আর তার নাগাল নেই।

এদিকে সকলের অগোচরে রাজবাড়ীতে নিয়তির খেলা সুরু হোয়ে গেছে।

রাজকন্যা মারা গেছেন সেই অসুখেই। সবাই বোলছে, লিজিয়ার মন্ত্রেই নাকি তাঁর অকাল মৃত্যু হোলো। পপি একথা বোলছেন। চাটুকার টিজেলিনাস্ও সময় বুঝে এই কথাই বার বার নেরোকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন।

টিজেলিনাস্ চান, যাতে পিত্রোনিয়াসের ওপর সম্রাট চটে যান! তা'হলে রাজসভা থেকে তাঁর একটা শত্রু কমে যাবে। কারণ রাতদিন তোষামুদীতে ওঁর সাথে চলে তাঁর দারুণ প্রতিযোগিতা। আর প্রতিবারেই তিনি পিত্রোনিয়াসের বুদ্ধির কাছে হেরে যান। তাই টিজেলিনাস্ ঠিক কোরেছেন এবারকার এ দাঁও তিনি কিছুতেই ছাড়বেন না। লিজিয়া ডাইনী। সেই ডাইনীকে পিত্রোনিয়াস্ই আনিয়েছিলেন। ডাইনীর মন্ত্রে রাজকন্যা মারা গেছেন। অতএব পিত্রোনিয়াসের ওপর নেরোর রাগ ত হবেই।

সমস্ত সহরে শোক আর ধরে না। সম্রাট সারাদিন কিছু আহার করেননি। রোমের রাজপ্রাসাদে ভীড় হোয়েছে ভীষণ।

খুকী রাজকন্যার জন্যে সম্রাট একটা মন্দির তৈরী কোরে দিয়েছেন। তিনি হোচ্ছেন দেবতা। সুতরাং কন্যাও তাঁর

দেবী না হোয়ে যাবে কোথায় ? সে মন্দিরে একজন পুরো-হিতেরও ব্যবস্থা করা হোয়েছে—খুকী রাজকন্যার মূর্তির পূজো কোরবার জন্য।

রাজ্যের সব লোক সম্রাটের শোক দেখে অভিভূত হোয়ে পড়েছে। তাঁর সঙ্গে নতমুখে বসে তারা সকলেই কাঁদছে। তবে দুঃখ হোয়েছে তাদের যতো, লোভও হোয়েছে ততোধিক। কারণ খুকী রাজকন্যার নামে সম্রাট পথে পথে টাকা পয়সা ছড়াতে বোলেছেন। রাজ্যের প্রজারা হাত পেতে রোয়েছে সেই টাকা আর পয়সা কুড়োবার জন্য।

পিত্রোনিয়াসের মনের অবস্থা তত ভাল নয়। সমস্ত সহর-ময় ডাইনীর কথাটা যেন বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। ডাক্তাররা খুকী রাজকন্যাকে ভাল কোরতে পারেনি। পাছে তাদের ওপর নেরোর রাগ হোয়ে যায়, তাই ডাইনীর গল্পটা বারে বারে তারাও সকলে আওড়াচ্ছে। পুরোহিতরাও সুরু কোরেছেন ওই একই কথা। নইলে এতো পূজোআচ্চা সত্বেও খুকীরাজকন্যা মরলেন কেন ?

লিজিয়া পালিয়েছিলো, তাই পিত্রোনিয়াসের যা' একটু ভরসা। ও যদি সম্রাটের প্রাসাদে বা ভিনিসিয়াসের বাড়ীতে আজ থাকতো, তবে নেরোর রাগের আগুনে তাঁকে পুড়ে মরতে হোতোই।

নেরোকে সবাই সান্ত্বনা দিচ্ছে। আর পাষাণের মূর্তির মতো বসে নেরো তাই শুনছেন। হঠাৎ পিত্রোনিয়াস্‌কে

তিনি বোললেন, 'বন্ধু, শেষে তুমিও আমার শত্রুতা করলে?'

—'সে কি সম্রাট।'

—'বুঝলে না? তুমিই ত সেই ডাইনীকে এনে জুটিয়েছিলে।' উত্তর দিলে টিজেলিনাস্।

পিত্রোনিয়াসের বুদ্ধির অভাব ছিলো না। তিনি বললেন, 'সম্রাট নেরো দেবতা। কন্যাও তাঁর দেবী। কিন্তু ডাইনী কি কখনো দেব-দেবীর কিছু করতে পারে?'

সম্রাটের চোখ দু'টো হঠাৎ চক্-চক্ করে উঠলো। তিনি বললেন, 'সত্যিই ত! তুমি দেবতা। ডাইনী কখনও আমার অনিষ্ট করতে পারে!'

টিজেলিনাস্ থ বনে গেলেন। সভাস্থ সকলেই ত অবাক।

নেরো আবার বললেন, 'এ কথা কিন্তু আর কেউ বলেনি, সুধু তুমিই বললে।'

পিত্রোনিয়াস্ বললেন, 'চলুন সম্রাট, সবাই আমরা এন্টিয়ামে যাই। এন্টিয়ামেই খুকী রাজকন্যা জন্মেছিলেন। সেখানে গেলে তাঁর স্মৃতিটা আমরা ভাল ভাবেই অনুভব করতে পারবো।'

—তাই চলো। আমি খুকী রাজকন্যার নামে কবিতা লিখবো। সেই এন্টিয়াম্—সমুদ্র থই থই করে নাচ্‌বে···আর আমি তার তালে তাল মিশিয়ে কবিতা লিখে তোমাদের শুনাবো।

এন্টিয়ামে বেড়াতে যাওয়ার কথা তখনই ঠিক হয়ে গেলো। তার ব্যবস্থা চল্‌তে লাগলো।

লিজিয়ার কোনও সংবাদ নেই।......

কয়েকদিন পরে চিলো গুম্‌রো মুখে এসে হাজির। তার



ভিনিসিয়াস্‌ হতাশ হোয়ে পড়লেন। জিজ্ঞাস করলেন-
"সে কি খ্রীশ্চানদের সঙ্গে নেই?"

ম[redacted] ভঙ্গী দেখে ভিনিসিয়াস্ হতাশ [redacted]য়ে পড়লেন। জিগ্যেস করলেন, 'সে কি খ্রীশ্চানদের সঙ্গে নে[redacted]'

'আছে।' ভীতগলায় বল্‌লে চি[redacted]ন্। 'কিন্তু ওদের সঙ্গে গ্লকাশ্ আছে যে!—সেই ডাক্তার গ্ল[redacted]শ।'

—'কে গ্লকাশ?'

গ্লকাশেব কথা ভিনিসিয়াস্ [redacted]ই গিয়েছিলেন।

—'ভুলে গেলেন? সে[redacted] যাঁর সঙ্গে নেপলস্ থেকে বোমে আস্‌ছিলাম। পথে ডাকাতেরা তাঁকে ছুরী মারলো। তাবপর ওঁর স্ত্রী আব ছে[redacted]মেয়েদের নিয়ে তারা পালালো। আমিই ওঁকে মুমূর্ষু অ[redacted]য় একটা সবাইখানায় রেখে এলাম। কতো কাঁদলাম তার জন্য। ওঁকে সাহায্য করতেই ত আমার এই দু'টো আঙুল চলে গেলো। কিন্তু দেখলাম, তিনি আজও মরেন নি। রোমে খ্রীশ্চানদেব সঙ্গেই তিনি রয়েছেন।'

—'তাহলে ত [redacted]ালোই হোল। তুমি যখন তার সাহায্য করেছিলে, সে নিশ্চ[redacted]ই তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাক্‌বে।'

—'মানুষ ত দূরের কথা, দেবতারাও উপকার ভুলে যায়। তবে তাঁর কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত ছিলো। কিন্তু বুড়ো হয়েছেন কিনা তাই ভীমরতি[redacted]রেছে। নইলে কোথায় কৃতজ্ঞ থাকবে, তা' নয় আমাকে [redacted]লেন, ছুরী নাকি তাকে আমিই মেরেছি। আমিই নাকি তার [redacted]ছলে মেয়েকে বিক্রী করেছি।'

ভিনিসিয়াস্ ব্যাপারটা সব বুঝলেন। চিলোনই যে গ্লকাশের

সঙ্গে শয়তানী করেছে, এ কথা বুঝতে তাঁর আর বাকী থা‹
না।

চিলোন বললে, 'আপনার কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়া বোধ হয় আমার ভাগ্যে নেই। কারণ, পুরস্কারের জন্য ত আর প্রাণটা হারাতে পারিনে।'

ভিনিসিয়াস্ বললে, 'কে . যে তোমায় মারবে, এ কথা কে বলেছে? আমিও ত মারতে পারি। এই মুহূর্তে মেরে যদি এই বাগানে তোমায় কবর দিয়ে দিই তবে কি হবে?'

চিলোন অত্যন্ত ভীতু। ভয় পেয়ে সে ধরা গলায় বললে, 'না—না, আমি খোঁজ করবো। তবে ক্রাশের হাত থেকে উদ্ধার পেলেই বাঁচি।'

—'বেশ ত। লোক ভাড়া করে ওকে খুন করিয়ে দাও। টাকা যা' লাগবে আমি দেবো। কতো টাকা চাই? হাজার খানেক?'

ভিনিসিয়াস্ টাকা দিলেন।

এ ক'দিন কি চেষ্টা করেছে তা' জানতে চাইলে চিলোন্ বললে, ক্রীশ্চানদের আড্ডায় সে গিয়েছিলো। কিন্তু লিজিয়ার মতো কোনো মেয়েকেই সেখানে দেখতে পেলো না। তবে শীঘ্রই ক্রীশ্চানদের একজন গুরু রোমে আসছেন। তাঁকে দেখবার জন্য নিশ্চয়ই তারা সকলেই এসে জুটবে। তখন চিলোন সেখানে যাবে ভিনিসিয়াস্‌কে সঙ্গে নিয়ে। আর অতি সহজেই সে লিজিয়াকে খুঁজে বের করবে।

ভিনিসিয়াসের কাছ থেকে চিলোন টাকা নিয়ে এলো বটে, কিন্তু তা' দিয়ে সে খুন করবার ব্যবস্থা করলো না। কারণ টাকার প্রতি ছিলো তার দুরন্ত লোভ। রাস্তায় বেরিয়ে মতলব আঁটলো—এমন মানুষ জোগাড় করতে হবে, যাতে আগুণও জ্বলবে, জ্বালানিও পুড়বে না। সে এক ক্রীশ্চানকে এসে ধরলো। ঠিক করলো কোনও বুদ্ধি ফিকির করে লোকটাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হবে।

শয়তানী বুদ্ধিতে চিলোনের সমান খুব কম লোকই আছে। ভান করে সে অনেক ধর্মের বুলি আওড়ালে। বললে, 'জুডার নাম শুনেছ? সে ছিলো যীশুর শিষ্য। কিন্তু জুডাই শেষকালে যীশুকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিলে। জুডার মতো লোক এখনও ঢের আছে। তোমরা জান না, গ্লকাশও তাদেরি একজন। সে তোমাদের সবাইকে ধরিয়ে দেবে। তাই ক্রীশ্চান সেজে সকলের সঙ্গে মেলা-মেশা করছে। ক্রীশ্চান ধর্মকে ও জাতিকে পাপীদের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে এখুনি গ্লকাশকে খুন করতে হবে।

লোকটা চম্‌কে উঠলো! কিন্তু ধর্মের বিপদ্ শুনে সে আর ভাবতে পারলো না। মুহূর্তে শপথ করে ফেললে, গ্লকাশকে সে খুন কোরবে!

চিলোনের মনে খুব আনন্দ হোল।

টাকাও রইলো, অথচ গ্লকাশকেও সরিয়ে দিলে সে এই পৃথিবী থেকে!

৩

৯

এর কয়েকদিন পরে চিলান আবার ভিনিসিয়াসের বাড়ীতে এসে আবির্ভূত হলো। ভিনিসিয়াস্ জিগ্যেস করলেন, 'তার দেখা পেয়েছ?'

—'না। আরসাসের খবর পেয়েছি।'

—'তারা কোথায় লুকিয়ে আছে জানতে পেরেছ?'

—'তাও ঠিক নয়। তবে আরসাস্ একজন কলওয়ালার কাছে কাজ করে। সকালে আপনার দু'জন বিশ্বস্ত ক্রীতদাস আমাকে দেবেন তাকে দেখিয়ে দেব। কিছু না বলে তার পিছনে পিছনে গিয়ে তারা ওদের লুকোবার জায়গাটা জেনে আস্তে পারবে। তা' নইলে ওরা আজ ধর্ম-সভায় নিশ্চয় আসবে, তখনই ব্যবস্থা করবো।'

—'ধর্ম-সভা? সে আবার কোথায়?'

—'একটা পুরোণো শ্মশান আছে সেখানে। ক্রীশ্চানদের বড় পুরোহিত আজকে এসে পৌঁছেছেন। সন্ধ্যায় তিনি বক্তৃতা করবেন আর দীক্ষা দেবেন।'

—'অনেক টাকা দেবো। আমার সঙ্গে সেই ধর্মসভায় তোমাকে যেতে হবে।'

সেখানে যাওয়ার মতো ইচ্ছা চিলোর এতটুকুও ছিলো না। কারণ গ্লকাশকে তখনও খুন করা হয়নি। তিনি ওকে পেলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেল্‌বেন।

ভিনিসিয়াস্ও ছাড়বার পাত্র নয়। বার বার চিলোনকে টাকার লোভ দেখালেন। চিলোন আর লোভ সাম্লাতে পারলে না। অগত্যা যেতে স্বীকার কোরলে।

রোম নগরে ক্রটন নামে খুব দুর্দান্ত একটা গুণ্ডা ছিলো। গায়ের জোরে সারা রাজ্যেও নাকি তার দোসর নেই। তাকেও সঙ্গে নেওয়া হোলো। যুক্তি হোলো, লিজিয়াকে এবার চুরি করে নিয়ে ওরা পালাবে। জান্তে পেরে আরসাস্ যদি বাধা দেয়, তবে ক্রটন রইলো, তাকে ঘাড় মট্‌কে মারবে।

ধর্ম-সভায় ঢুকবার যে টিকেট লাগে, চিলোন তাও যোগাড় করে ফেললে। তারপর রাত্রির অন্ধকারে রোম সহরের সীমানায় সেই শ্মশানে এসে তিনজনে উপস্থিত হোলো।

দূর থেকেই তারা দেখ্‌তে পেলো গোপনে ক্রীশ্চানদের ধর্ম-সভা বসেছে। মাঝখানে তার আগুণের কুণ্ড। সেই আগুণের আলোয় মুখগুলো সকলের লাল হয়ে উঠেছে। এ্যাপোসল্ পিটার বক্তৃতা দিচ্ছেন আর সকলে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে তাই শুন্‌ছে। এতোটুকু টুঁ-শব্দও নেই। সকলেই যেন পাষাণের পুতুল। তারা যেন কিসের স্বপ্ন দেখ্‌ছে।

ভিনিসিয়াস্ বদলে আল্‌খাল্লায় মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ চিলোন তাঁকে চুপি চুপি বল্‌লে 'ওই যে সেখানে—বুড়ো লোকটার পাশেই আরসাস্—ওর পাশেই একটী মেয়ে।'

আলখাল্লার ফাঁক দি ভিনিসিয়াস্ দেখলেন, সেই মেয়েট
লিজিয়া।

সহরের বাইরে ফাঁক শ্মশানের হাওয়ায় লিজিয়ার মাথার চুলগুলি এলো-থেলো হ মুখের ওপর এসে পড়েছে। এ্যাপোসলের দিকে সে আছে একদৃষ্টে। সমস্ত মুখ খানিতে তার মনোযোগ আর নন্দের ছায়া।

ভিনিসিয়াস্ তাঁব দলবল সভা ছেড়ে আস্তে আস্তে ফটকের পাশে এসে দাঁড়ালেন। এখান দিয়ে সবাইকে বাইরে যেতে হবে। লিজিয়াও যাবে। তখন পেছনে পেছনে যেয়ে ফুরসুৎ পেলেই ওকে জোর করে ধরে য় পালাবে। দরকার হলে ক্রটন ঠিক্ক এক আঘাতেই আরসাসকে শেষ কবে দেবে।

সভা ভাঙ্‌লো। জনতার মধ্যে লিজিয়াকে ওরা লক্ষ্য রেখে চললো তাদের পেছনে পেছনে। ক্রমশঃ ভীড় কমে গেল। ভিনিসিয়াস্ বললেন, 'এইবার নিয়ে পালাবে

চিলোনের ভারী ভয়। আরসাসের জকার চেহারাটা দেখে তার বুকের আত্মারাম পাখী যেন খাচা ছেড়ে পালাতে চাইছে। সে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো, 'কিন্তু ওই দুষমণের মতো লোকটা?'

ক্রটন একটা তুড়ি দিয়ে বললো, 'বে'। ওটা ত এক ফুৎকারেই উড়ে যাবে।'

লিজিয়ারা এই সময় একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ভিনিসিয়াস্ দেখলেন, আর অপেক্ষা করা উচিত

কিন্তু তিনি হুকুম দেবার পূর্বেই লিজিয়া হঠাৎ সেই বাড়ীটার ভিতরে ঢুকে পড়লো। আরসাস্ তখনও বাইরে। এই সুবর্ণসুযোগ। হুকুম পেয়েই ক্রটন ক্ষুধার্ত্ত বাঘের মতো আরসাসের ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়লো। প্রথমে আরসাস্ ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না। তবুও মুহূর্ত মধ্যেই সে ক্রটনকে উল্টে চেপে ধরলো মাটিতে।

চিলোন্ ওদের লড়াই দেখে ভয়ে দে-দৌড়। খানিক দূরে এসে একটা গাছের আড়ালে সে দাঁড়িয়ে রইলো। ভয়ে তার বুকের ভিতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ কোরছিল।

এদিকে ভিনিসিয়াস্ ছুটে লিজিয়া যে বাড়ীটার মধ্যে ঢুকেছিলো, সেখানে প্রবেশ করলেন তাকে ধরতে। ভরসা তাঁর ক্রটন এতোক্ষণ আরসাসের গলাটা নিশ্চয়ই মট্ করে ভেঙে দিয়েছে।

সামনের ঘরেই ছিলো লিজিয়া। ভিনিসিয়াস্ তাকে ধরেন আর কি, এমন সময় পেছন হোতে তাঁর ঘাড়ে একটা লোহার মতন শক্ত হাত এসে পড়লো।

চেয়েই তিনি দেখলেন, ক্রোধোন্মত্ত আরসাস্ ভীষণ দানবের মতো দাঁড়িয়ে দাঁতের ওপর দাঁত ঘর্ষণ করছে। ঘর্মাক্ত দেহের পেশীগুলি উঠেছে তার ফুলে। এমন ভাবে সে দাঁড়িয়েছে, যে পালাবারও একটু পথ নেই।

চোখের পলকে আরসাস্ তার সবল হাতের মধ্যে ওঁকে চেপে ধরলো। পিশে হাড়গুলো সব তাঁর গুঁড়িয়ে দেয় আর

াক! ভিনিসিয়াস্ মূচ্ছা যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর ক। লিজিয়ার ভয়ার্ত কণ্ঠের ' ভেসে এলো, 'মেরো না ওঁকে মেরো না!'...

তারপর যে কি হলো ভিনিসিয়াস্ আর জানেন না।

চিলোন সেই নির্জন পথে একাকী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। কোথায়ও কিছু নেই অথচ ওর গায়ের লোমগুলো সব সোজা হয়ে উঠেছে ভয়ে। ক না গাছের শুকনো পাতা খসে পড়ার শব্দে, কখনও বা একটা পাখী মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায় তার ডানার শব্দে ও চম্‌কে ওঠে! এমনিই ভয়াবহ আব-হাওয়ার মধ্যে থেকে ওদের উপর তার রাগ হচ্ছিলো খুবই। কিন্তু ঘরের মধ্যে যে ওনে কি হচ্ছে তা' সে এতটুকুও বুঝলো না। হঠাৎ কার পায়ের শব্দ শোনা গেলো। চাইতেই দেখে, আরসাস্ এদিকে আস্‌ছে, কাঁধে তার ক্রটনের মৃত দেহ!

চিলোন্ ভয়ে গাছের সঙ্গে মিশে যেতে রইলো। ভাগ্যিস্ আরসাস্ তাকে দেখতে পায়নি! সে যাচ্ছিলো ক্রটনের মৃতদেহটা নদীতে ফেল্‌তে।

যেম্‌নি আরসাস্ চিলোনকে ছেড়ে খানিকটা এগিয়ে গেছে অমনি চিলোন্ সেখান থেকে একদম পিটটান। মনে মনে সে স্বর্গ-মর্ত্ত্য পাতালের সব দেব-দেবীকে একাগ্র মানত করতে করতে ছুটতে লাগলো! ভিনিসিয়াস্‌ও মরলেন কি-না সে খবর আর সে নিলে না। নেবার মতো মনের অবস্থাও অবশ্য তার

...ন ছিলো না। ঘরে এসে সে নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো। মনে হয় যেন—আরসাস্ তাকে এখনও [illegible] করছে।

বাকী রাতটুকু যা' ছিলো [illegible]নের চোখের পাতা একেবারেই সেদিন বোঁজেনি। পরদিন সকালে উঠেই শুনতে পেলে, বাইরে যেন কে তার খোঁজ করছে। বেরিয়ে দেখে, 'আরসাস্!' চিলোন আঁতকে উঠলো। [illegible] ভয়ে সে ক্রীশ্চানের ভান কোরে বললে, 'দয়াল যীশু রক্ষা করুন! যীশু রক্ষা করুন!'

আরসাস ওর হাতে একখানা চিঠি দিলো।

১০

ক্রীশ্চানদের সম্বন্ধে নিসিয়াসের যে ধারণা ছিল, তা' অনেক পরিমাণে কমে গেছে। ওঁকে অত্যাচার করা ত দূরের কথা, শুশ্রূষাই কোরেছে তারা সারারাত ধরে। ডাক্তার ওষুধ দিয়েছেন, ক্রিস্‌পাস্ বলে একজন স্ত্রীলোক ওঁকে বাতাস কোরছেন। লিজিয়া সারারাত ঘুমায়নি। আরসাস্ তার পাপের জন্য ক্ষমা চাইছে। সবাই তারা প্রার্থনা কোরছে যীশুর কাছে। ভিনিসিয়াস্ যেন তাদের কতো আপনার জন। কাল যে তাদের সঙ্গে অদ্ভুদে শত্রুতা কোরতে সে এসেছিলো, এ কথা যেন তারা ভুলেই গেছে।

ভিনিসিয়াস্ ভাবলেন, হয়তো সম্রাটের ভয়ে তারা এমন কোরছে। পাছে এ কথা জানতে পেরে তিনি ওদের শাস্তি দেন!

চিলোন্‌কে নিয়ে আরসাস্ ফিরে এলো, ইলো তখন ন-টা।

ঘরে ঢুকেই চিলোন্ চমকে উঠ্‌লো।

ভিনিসিয়াসের মাথার কাছে যে ডাক্তার বসেছিলেন, তিনি চিলোনের মুখের দিকে তাকিয়ে বোললেন, 'আমায় চিন্‌তে পারো?'

গলার স্বর শুনে তাঁর, সবাই চমকে উঠলো।

ডাক্তার বোললেন, 'এই সে শয়তান, যে আমার সর্বনাশ কোরেছে।'

"এই ডাক্তার আর কেউ নয়, সেই গ্লকাশ।

এই কথা শুনে আরসাস্ বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো চিলোনের উপরে এবং সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'হুঁ, আপনাকে খুন করবার জন্য সে আমাকেও কত বুঝিয়েছিলো।'

প্রাণ ভয়ে চিলোন চীৎকার কোরতে আরম্ভ করলে, 'দয়া করো! ওগো দয়া করো! আমি ক্রীশ্চান। যদি বিশ্বাস না হয়, আমায় ক্রীশ্চান কোরে দাও। তবু আমাকে তোমরা প্রাণে মেরো না।'

এই সময় হঠাৎ বৃদ্ধ এ্যাপোসল্ পিটার এসে সেইখানে উপস্থিত হোলেন।

শান্ত গলায় তিনি বোললেন—'যীশু বোলেছেন, যদি কেউ দোষ করে, তাকে শাস্তি দাও। কিন্তু সে যদি অনুতাপ করে, তাকে ক্ষমা করো! এ কথা কি তোমরা জান না?'

আরসাস্ ওকে ছেড়ে দিলো।

গ্লকাশ বোললেন, 'তোমায় আমি ক্ষমা করলাম চিলোন। যীশু তোমায় ক্ষমা করুন।'

আরসাস্ও যীশুর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কোরলে।

ভিনিসিয়াস্ ক্রীশ্চানদের এই ব্যবহারে বিস্মিত হোলেন।

তিনি বুঝলেন যে তিনি ভুল কোরেছেন। কাল তিনি ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন ওদের সবার কাছেই। কিন্তু লিজিয়াকে তিনি এখনও মনে মনে সত্যিই ভালবাসেন। তাছাড়া শরীরের যা' অবস্থা হোয়েছে, তা'তে আরও কয়েকদিন এদের কাছে

তাঁর থাকার প্রয়োজন। অথচ আহত অবস্থায় তিনি এখানে আছেন, এ কথা নেরো শুনলে আর ক্রীশ্চানদের কারুরই বাঁচবার উপায় থাকবে না। তাই চিলোনের হাতে একটা চিঠি লিখে তিনি বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন। বাড়ীর সবাই ও সম্রাট যাতে অবগত হন যে, ভিনিসিয়াস্ রোমের বাইরে কোথায়ও বেড়াতে গেছে।

চিলোন্ চিঠি নিয়ে বেরুলো।

সঙ্গে আরসাস্ গেলো তাকে একটু এগিয়ে দিতে।

ওকে সঙ্গে দেখে চিলোনের বুক দুরু দুরু কোরে কাঁপ্‌তে লাগলো, ঘামে পরণের পোষাক তার ভিজে। ওখানে তবুও বুড়োর জন্যে সে বেঁচে গেছে কিন্তু এখানে ত আশে-পাশে আর কোথায়ও কেউ নেই। আরসাস্ যদি তাকে খুন কোরে ফেলে! ভয়ে সে মাটীতে উপুড় হোয়ে পড়লো। গোঙাতে, গোঙাতে বোললে, 'যীশুর দোহাই বাবা, আমায় মেরো না!'

আরসাস্ বোললো, 'ভয় নেই। গুরুদেব তোমার সঙ্গে আমাকে যেতে বোলেছেন। যেতে যদি কষ্ট হয় আমি কাঁধে কোরে তোমায় বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আস্‌বো।'

—'মারবে না? সত্যি, সত্যি বলছো বাবা? দিব্যি কোরে বলোত!'

—'না, মারবো না।'

চিলোন বোললে, 'আমি একলা যেতে পারবো। আমার

কোন অসুবিধা হবে না। মিছি-মিছি হেঁটে তুমি আর কেন কষ্ট পাও বাবা।'

আরসাস্ থামলো।

চিলোন এগিয়ে চললো দ্রুত পায়ে। খানিকদূর গিয়ে যখন দেখলো, আরসাস আর ছুটে তাকে ধরতে পারবে না, অমনি ভোঁ-দৌড়—একদম বাড়ী।

ভিনিসিয়াস্ ক্রীশ্চানদের অক্লান্ত শুশ্রূষায় সেরে উঠলেন। এদের দয়া, এদের স্নেহ তঁাকে মুগ্ধ কোরে ফেললে। তাছাড়া মনে প্রাণে তিনি বুঝলেন, য় লিজিয়ার সঙ্গে বিয়ে তাঁর কিছুতেই হোতে পারে না। কারণ, অ-ক্রীশ্চানদের সঙ্গে ক্রীশ্চানের বিয়ে হবার প্রথা নেইক।

দিনের পর দিন ভিনিসিয়াস্ পিটারের কাছে, গ্লকাশের কাছে, ক্রিস্পাসের কাছে যীশুর হিনী শুনতে লাগলেন। তিনি অবাক্ হোয়ে গেলেন তাঁর দয়ার কথা শুনে। এদের কী ভক্তি! বিশ্বাসই বা কী অটুট্! এই ভক্তি আর বিশ্বাসের জোরেই বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত এরা এত বড়া ও অত্যাচার সহ্য কোরে টিকে আছে।

ভিনিসিয়াস্ স্থির কোরলেন, তিনি ক্রীশ্চান হবেন।

লিজিয়া শুনে খুসী হোলো।

পরে একদিন প্রধান এ্যাপোসল্ পিটার এসে, লিজিয়া আর ভিনিসিয়াস্‌কে যীশুর নামে আশীর্বাদ কোরে গেলেন।

লিজিয়া ভিনিসিয়াসের বাগ্‌দত্তা হোলো

এর পরে হবে তাদের বিয়ে।

ভিনিসিয়াস্ বাড়ীতে ফিরে এলেন। তিনি ক্রীতদাসদের ডেকে, যারা কুড়ি বছরের বেশী তাঁর কাছে আছে তাদের ছেড়ে দিলেন। যাদের তখনও অতদিন হয়নি, তারা পুরস্কার পেলে সব টাকা পয়সা। সকলেই খুসী হোলো। তারা অপেক্ষা কোরতে লাগলো মনিবের বিয়ের দিনটার জন্য।

পিত্রোনিয়াসের পরামর্শ মত সম্রাট আজ রোম-নগর ছেড়ে এ্যান্টিয়ামে যাবেন। তাই সকাল হোতেই সারা সহরময় একটা সাড়া পড়ে গেছে। প্রশস্ত পথের দু'ধারে এবং বড় বড় অট্টালিকার উপরে নীচে অসংখ্য লোকের ভীড় হোয়েছে, তাঁর এই শোভাযাত্রা দেখবার জন্য। সম্রাটের সঙ্গে চাকর-বাকর, সৈন্য-সামন্ত, বন্ধু-বান্ধব, এক কথায় তাঁর যা' প্রিয় ছিলো সবই চললো। এমন কি জীব-জানোয়ার গুলিও বাদ পড়লো না।

নির্দেশিত সময়ে মেষ-পালকেরা এসেছিলো পাঁচশো গাধা নিয়ে। কারণ, গাধার দুধে সম্রাট পরিবার বিশেষতঃ মহারাণী পপি স্নান কোরবেন।

যাত্রা সুরু হোলো। গাধার পেছনে চললো ক্রীতদাসের দল। তারপরে দলে দলে নানা জাতীয় সৈন্যরা। তারপর সব বড় বড় গাড়ী—কোনোটা মাল বোঝাই, কোনটার উপরে বা পিঁজরা ভর্তি সিংহ আর বাঘ। এদের দিয়ে নেরো মাঝে মাঝে সখ কোরে তাঁর গাড়ী টানান্।

তারপর কতকগুলি রথ। সেই সব রথে বিশেষ বিশেষ রাজকর্মচারী ও সম্রাটের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের দল। তারপরের যে সুসজ্জিত বিরাট রথখানি, সেইটাতে চললেন রোমের মহারাণী আর সম্রাট। চারিদিক থেকে সকলেই প্রায় সম্রাট

নেরোকে অভিবাদন জানাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে তারা চীৎকার কোরে বোল্‌ছে—

'জয় সম্রাটের জয় !'...

'জয় নেরোর জয়, !'...

'জয় দেবতা নেরোর জয় !'...

আবার ভীড়ের মধ্য থেকে কেউ কেউ নেরোকে লুকিয়ে গালাগালিও কোরছে,—

'শয়তান !'...

'মাতৃঘাতী !'...

'ডাকাত !'...

'ব্যভিচারী ! ওর মৃত্যু হোক্ !! ধ্বংস হোক্ ওর !!!'

নেরোর কানে সব কথাগুলোই অস্পষ্টভাবে ভেসে আস্‌ছে আর মনে মনে রেগে তাঁর হাতের পদ্মরাগ মণির আংটীর উপর চেয়ে তিনি মাঝে মাঝে দেখছেন, কারা এই বিদ্রোহী লোকগুলো।

তোমরা বোধ হয় জান যে, পদ্মরাগমণির মধ্যে অনেক দূরের জিনিসও ছোট ছায়ার আকারে এসে পড়ে। তাতে সব জিনিসই বেশ দেখতে পাওয়া যায়।

সম্রাটের রথের পর চলেছে আবার একদল কাফ্রী ক্রীতদাস। তারপরে তাঁর প্রতিপালিত পিত্রোনিয়াস্, টিজেলিনাস্ ও আরো কত সব তোষামুদের গাড়ী।

সবার পেছনে চলেছে ভিনিসিয়াসের গাড়ী। এই সব

রাজসিক আনন্দে ও বিলাসিতায় তাঁর এখন আর মোটেই মন নেই। কিন্তু নেরোর আদেশ। উপায় কি! ভিনিসিয়াস্ তাই শুক্‌নো মুখে গাড়ীতে বসে আছেন।

এই সকল সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে সম্রাট এ্যান্টিয়ামে গিয়ে পৌঁছলেন। এখানে আসার পর থেকে মাঝে মাঝে তিনি কবিতা লিখছেন, বীণা বাজাচ্ছেন আর সমুদ্রের তীরে বেড়াচ্ছেন সদল-বলে। এমনি কোরে দিন কয়েকের মধ্যেই খুকী রাজ-কন্যার শোকটা তিনি একেবারে ভুলে গেছেন।

খেয়ালী সম্রাট একদিন ট্রয়-নগর ধ্বংস সম্বন্ধে একটা কবিতা লিখলেন।

ট্রয়-নগরে যে আগুণ লেগেছিলো, তা' নিয়ে কাব্য রচনা কোরেছেন হোমার বলে একজন বড় কবি। নেরোর তা' জানা ছিলো। হঠাৎ তিনিও ভাবলেন অমনি একটা কবিতা লিখব। তাই তাঁর এই কবিতার সৃষ্টি।

বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে নেরো কবিতা শোনাবার সভা কোরলেন। কবিতা পড়া হোলে সবাই বাহবা বাহবা কোরতে লাগলো।

টিজেলিনাস্‌ও বাহবা দিলেন।

টিজেলিনাস্ যা' করেন, পিত্রোনিয়াস্‌ও যদি তাই-ই করেন, তবে আর তাঁর বাহাদুরী রইল কোথা?

তিনি বোললেন, 'ওটা কিছুই হয়নি!'

পিত্রোনিয়াসের কথা শুনে সভাস্থ সকলেই হতভম্ব হোয়ে

গেলো। ভয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকায়। সম্রাট নেরো —তাঁর কবিতা—তাকে খারাপ বলা! লোকটার মাথা খারাপ হোলো নাকি? মাথাটা যে ঘাড় থেকে তার এখুনি নেমে আসবে তা' একটু ভাবলে না।

হঠাৎ সম্রাটের মুখখানা অপমানে কালো হোয়ে গেলো। তিনি বোললেন, 'কেন? দোষটা কোথায় শুনি?'

পিত্রোনিয়াস্ অন্যান্য সকলের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বোললেন, 'ওদের কারুর কথা বিশ্বাস কোরবেন না সম্রাট। অন্য লোকের কাছে যদি এই কবিতা শুনতাম—তবে বোলতাম, সুন্দর হোয়েছে, খুব সুন্দর! কিন্তু সম্রাট নেরোকে ত আর তা' বল্‌তে পারিনে? তাই বোলছিলাম, যে আপনার মতো কবির যোগ্য লেখা কবিতা এ হয়নি। আর কি করেই বা হবে বলুন? হোমার ট্রয়-ধ্বংস লিখছিলেন, স্বচক্ষে তিনি পুড়্‌তে দেখেছিলেন বোলেই। আপনি ত জীবনে আজও পর্যন্ত সে রকম কোনো নগর ধ্বংস হোতে দেখেননি সম্রাট। তবে আপনার কবিতায় সে আগুণ থাকবে কি কোরে?'

নেরো পিত্রোনিয়াসের কথা শুনে ভ্রূ কুঁচকালেন। পরে বোললেন, 'ঠিক বোলেছ বন্ধু। ভগবান আমাকে কবিত্ব শক্তি দিয়েছেন, আর দিয়েছেন তার চেয়েও বড় একজন সত্যিকারের বন্ধু, যে অপ্রিয় হোলেও আমার কবিতার সত্য দোষ-গুণগুলো অকপটে বোলতে পারে।'

সম্রাটের প্রশংসায় পিত্রোনিয়াসের মুখখানা উজ্জ্বল হোয়ে

উঠলো, আর অপর সকলের মুখে পড়লো চুণ-কালি। টিজেলিনাস্ ত লজ্জায় মাটীর সঙ্গে মিশতেই বাকী রইলেন।

নেরো বোললেন, 'তবে উপায়? কি কোরে আমার কবিতার উন্নতি হবে? আমার কবিতার মধ্যে থাক্‌বে সত্যিই ত সত্যিকারের আগুন। আমিত কখনও কোনো সহরে আগুন লাগতে দেখিনি!'

টিজেলিনাস্ দেখলেন, সম্রাটের কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়ার এই আর একটা সুযোগ।'

তিনি বোললেন, 'এতে আর এমন কি ভাবনার আছে সম্রাট? এ্যান্টিয়াম সহরেই কাঠের তৈরী একটা কৃত্রিম সহর কোরে আগুন দেওয়া হোক্। সম্রাট সেই আগুন দেখে কবিতা লিখবেন।'

—'তাই হোক্!'

পিত্রোনিয়াসের হিংসা হোলো। চট্ কোরে একটু কি ভেবে তিনি বোললেন, 'সে কি সম্রাট? একটা কাঠের তৈরী সহর! তাতে আগুন দেওয়া হবে, আর তাই দেখবেন আমাদের রোমের সম্রাট?'

নেরো বোললেন, 'তাই ত। কাঠের তৈরী সহর! তাতে আগুন দেওয়া হবে আর আমি তাই দেখবো—রোমের সম্রাট! রোম-সহরে আগুন দিয়ে দাও, তাই আমি দেখবো।'

সেদিনকার মতো সভা ভঙ্গ হোলো।

এর কয়েকদিন পরেই রোম নগর থেকে একজন দূত এসে

সংবাদ দিলে, 'সর্বনাশ! রোমে আগুণ লেগেছে! সব পুড়ে ছারখার হোয়ে গেলো!'

সম্রাটের আনন্দ আর ধরে না। তিনি বোললেন, 'আমি সেখানে পৌঁছতে পৌঁছতে আগুণ ততক্ষণ থাকবে ত?'

সেইদিনই নেরো সদল-বলে রোমের উদ্দেশে ফিরে চললেন। নিজের চোখে তিনি আজ নগর ধ্বংস হোতে দেখবেন, বীণা বাজাবেন, আর কবিতা লিখবেন!

নেরোই টিজেলিনাসকে দিয়ে এই আগুণ লাগিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য খুব গোপনে!

সংবাদটা ভিনিসিয়াস্‌ও পেলেন।

কিন্তু সম্রাটের মতো আনন্দে শোভাযাত্রার সঙ্গে তিনি গজ গমনে চলতে পারলেন না। এখানে থাকলেও, মনটা তাঁর রোম নগরেই পড়ে ছিলো। সেই রোমে আগুন লেগেছে! যেদিকে লিজিয়া আর ক্রীশ্চানেরা থাকে, সে দিকটায় লাগেনি ত? এ সংবাদ তাকে কে দেবে?''

ভিনিসিয়াস্‌ আর এক লহমাও দেরী কোরলেন না। একটা ভালো ঘোড়া বেছে নিয়ে তিনি রোমের দিকে ছুটে চললেন।

কতো গ্রাম ছেড়ে, কতো মাঠ পেরিয়ে, ঘোড়া চলেছে পক্ষীরাজের মতন উড়ে। তবুও যেন পথ আর কিছুতেই ফুরোতে চায় না।

লিজিয়ারা রোমের যে অংশে থাক্‌তো তার নাম ট্র্যান্সতাইবার অঞ্চল। পথে ভিনিসিয়াসের মনে পড়লো, সেই বড় বড় সব কাঠের গোলা, ক্রীতদাস বিক্রীর সেই পরচালা—সেগুলোতে আগুন ধরেনি ত?

তবে আরসাস্‌ আছে। তার গায়ের জোরও আছে অসাধারণ। যদি কোনও বিপদ হয়, লিজিয়াকে সে নিশ্চয় বাঁচাতে পারবে। সকাতরে তিনি ভগবানকে ডাকতে লাগলেন—'আগুণে যাদের সর্বস্ব পুড়ে যাচ্ছে, আমি তাদের ডাকছি না। আমি ডাকছি ভগবান, তোমাকে। তুমিই জানো মানুষের

নির্যাতনের কথা। তুমিই পৃথিবীতে এসেছিলে মানুষকে দয়ার বাণী শেখাতে। আজ তুমি আমায় দয়া করো। পিটার আর পলের মুখে যে গুণের কথা তোমার শুনেছি, তা' যদি সত্যি হয়, তবে লিজিয়াকে তুমি বাঁচাও।'

ভিনিসিয়াস্ ঘোড়ায় চাবুক মারলেন।

রোমের আদ্ধেক পথ তিনি ছাড়িয়ে এসেছেন, তখন লোকের মুখে শুনতে পেলেন, যেদিকে ক্রীশ্চানরা আছে, আগুন সে দিকে লাগেনি। ঘোড়াকে তাঁর উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়ে দিলেন। সূর্য তখনও ডোবেনি অথচ কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিনিসিয়াসের নজরে পড়লো, সহর প্রান্তের সমস্ত ঘরবাড়ী, সমস্ত গাছ পালা অন্ধকারে ঢেকে গেছে। সেই অন্ধকার ভেদ কোরে দেখা যাচ্ছে একরাশি আগুন; আর সেই আগুণে পুড়ে রোম-নগর ধ্বংস হচ্ছে।

শিখাগুলো তার সহর ছাড়িয়ে উপরে উঠেছে। দেখলেই মনে হয় যেন সে আগুণ শুধু রোমে লাগেনি—লেগেছে সমস্ত পৃথিবীতে। তার গ্রাস থেকে কেহই রক্ষা পাবে না!

এর পরেই ভিনিসিয়াসের সঙ্গে রোমের পলাতকদের দেখা হোলো। তাদের ঘরবাড়ী সব পুড়ে গেছে! ডাক ছেড়ে তারা কাঁদছে! তারা হাঁকা-হাঁকি কোরছে! চীৎকার কোরে কাঁপিয়ে তুলছে তারা আকাশ-বাতাস!

স্রধু আগুণের ভয়ে নয়। সুযোগ পেয়ে বদমায়েস গুণ্ডারা তাদের টাকা পয়সাও লুঠ কোরতে স্নরু কোরেছে!

এতক্ষণে ভিনিসিয়াস্ সহরের সীমানায় একটা ছোট নদীর তীরে এসে পৌঁছলেন।

ওপার থেকে সুরু হোয়েছে রোমের বিরাট নগর। ধোঁয়ায় তার পথ-ঘাট সঠিক কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তবুও তিনি নদী পেরিয়ে ছুটে চোললেন ট্র্যান্সতাইবারের দিকে।

এখন আর সেখানে আইনের ধেরা-বাঁধা নিয়ম নেই, বংশের উঁচু-নীচু নেই। কে কার ছেলেমেয়ে, স্ত্রী পরিবারই বা কার, কেউ এর খবর রাখছে না। ধনী এসে দাঁড়িয়েছে গরীবের পাশে। সকলেরই অবস্থা তাদের আজ সমান।

এতদিন মনিবের দল ক্রীতদাসদের ওপর যে নির্যাতন কোরছিলো, আজ তারাও ছাড়া পেয়েছে। তাই প্রতিহিংসা নিচ্ছে তারা নিষ্ঠুর হাতে! ছেলে-বুড়ো, স্ত্রী-পুরুষ কাকেও আর মান্‌ছে না! সকলেরই ওপর অত্যাচার কোরছে সমানে! তারা ডাকাতি কোরছে, দরকার হোলে প্রাণেও মারছে তারা!

জীবনের ভয় যতো বেশীই থাক্ ভিনিসিয়াস্‌কে সেখানে পৌঁছতেই হবে। কিন্তু ট্র্যান্সতাইবারের পথ যে কোনদিকে তার ত নিশানা নেই! তবুও আন্দাজেই তিনি ছুটে চললেন।

পথে ফটকের পাহারাওয়ালারা তাঁকে চিনতে পেরে সেলাম দিয়ে পথ ছেড়ে দিলে।

ভিনিসিয়াস্ আবছা-আলোতে একটা গলির মধ্যে এসে পড়লেন। কিন্তু সেখানে চোখে কিছুই দেখতে পেলেন না।

লোকের ভীড়ে আর ধোঁয়ায় সমস্ত গলিটা ভরপুর হোয়ে

উঠেছে। একটু পথ পাওয়ারও জো নেই! সবাই তারা চিৎকার কোরছে,—'শয়তান নেরো অধঃপাতে যাক্!'

'মরুক্ তার শয়তান চেলারা!'

'মরুক!.........মরুক!'

'ওদের সর্বনাশ হোক্!'

ভিনিসিয়াস্‌কে দেখে তাদের ক্রোধ আরো বেড়ে গেলো। তারা উদ্যত হোলো ওঁকে মারবার জন্য। কিন্তু ভিনিসিয়াসের ঘোড়া ছিলো নেরোর আস্তাবলে শিক্ষিত। সেই ক্ষিপ্ত জনতাকে সে মুহূর্তে পায়ের তলায় ফেলে কোন রকমে ওঁকে বাঁচালে।

এতক্ষণে ভিনিসিয়াস্ লিজিয়াদের বাড়ীর সামনে এসে পৌঁছলেন। ভিতরে ঢুকে তিনি চীৎকার কোরে ডাকলেন—'লিজিয়া! লিজিয়া!' কোনও উত্তর সেখানে পেলেন না। সব ঘরগুলিই তাদের শূন্য! কতকগুলি লোক ঘর ভেঙে ফেলছে—যাতে সহরের অন্যান্য অংশের সাথে এ অঞ্চলের কোন সংযোগ না থাকে। ধোঁয়ায় নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, কিছুই দেখা যায় না। অথচ দাঁড়িয়ে থাকাও আর এখানে অসম্ভব!

কয়েক মুহূর্ত মধ্যেই ভিনিসিয়াস্ গোঙাতে গোঙাতে মাটিতে পড়ে হাঁপাতে লাগলেন। মাথা ঘুরে উঠলো, অন্ধকার ঘনিয়ে এলো তাঁর চোখে।

দু'জন লোক এসে ওঁর চোখে-মুখে জল দিলে। ভিনিসিয়াস্ চোখ চেয়ে বোললেন, 'তোমরা কে?'

—'আমরা এখানে কাজ করছি।'

—'যীশু তোমাদের পুরস্কার দিন।'

লোকগুলি বোললে, 'জয় হোক তাঁর।'

ভিনিসিয়াস্ জিগ্যেস কোরলেন, 'এরা সব কোথায় ?'

একটা পরিচিত গলা থেকে উত্তর এলো, 'তারা সেই পুরাণো শ্মশানে গেছে।'

লোকটী চিলোন্।

—'তুমি তাদের দেখেছো ?'

—'হ্যাঁ'

ছ'জনেই তারা অগ্রসর হোলো। অবশেষে ক্রীশ্চানদের সাক্ষাৎ পেলো সেই শ্মশানে।

বাতাস হু-হু শব্দে বইছে। আগুণের শিখাগুলো একবার তাতে ভেঙে পড়ছে, আবার দাঁউ-দাউ কোরে জ্বলে উঠছে আকাশের দিকে।

ভিনিসিয়াস্ বৃদ্ধ পিটারের পায়ে মাথা রেখে বোললেন, 'লিজিয়াকে আপনি রক্ষা করুন।'

পিটার হাসিমুখে বোললেন, 'যীশুকে বিশ্বাস করো। কোন ভয় নেই। তিনিই দয়া কোরবেন।'

আগুণ ক্রমশই রোম-নগরের চতুর্দিক ছড়িয়ে পড়ছে। টিজেলিনাস্ সম্রাটের কাছে সংবাদ পাঠিয়েছেন যে, এ দৃশ্য তিনি পূর্ণভাবেই উপভোগ কোরতে পারবেন।'

নেরো আগেই রোমের উদ্দেশে এ্যান্টিয়াম থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু দিনের আলোতে আগুণের রূপ তাঁর কবিত্বের খোরাক যোগাতে হয়ত নাও পারতে পারে। তাই রাত্রির আগে তিনি সহরে আসতে চাইলেন না। অন্ধকারে যখন জলুষ তার আরো বাড়বে, তখন এসে তিনি তাই দেখবেন।

সুতরাং নেরো পথেই তাঁবুতে অপেক্ষা কোরতে লাগলেন। একজন নামজাদা থিয়েটারের অভিনেতাকে ডাকিয়ে জিজ্ঞাসা করা হোলো, সম্রাট যখন পুরাণো রোমকে বিদায় দেবেন, তখন তাঁর কি ভঙ্গীতে কথা বলতে হবে ?

—তিনি বোলবেন, 'বিদায় হে পবিত্র নগরী! অজানা কোন হতভাগ্যের মুহূর্তের অসাবধানতায় আজ রাত্রির অন্ধকারেই তোমাকে বিদায়!'

বলবার সময় একটা হাতে বীণা থাক্‌বে অপর হাতটা তুলবেন তিনি আকাশের দিকে। দৃষ্টি থাকবে তাঁর অগ্নিদগ্ধ ঘর-বাড়ী আর সন্ত্রান্ত পলায়মান লোকগুলোর উপরে।

ধীরে ধীরে রাত্রির অন্ধকার সমস্ত রোমকে গ্রাস কোরে ফেললে। সম্রাট এসে সহরের প্রাচীরের পাশে দাঁড়ালেন—

সঙ্গে সভাসদ্, পারিষদ্, বন্ধু-বান্ধব, ক্রীতদাস ও ছেলেমেয়েরাও এলো।

ষোলো হাজার সৈন্য তাঁদের দল বেঁধে ঘিরে রইলো।

এই নিদারুণ বিপদেও এ-সংবাদ জান্‌তে আর কারো বাকী থাকলো না। দেখতে দেখতে সহরের প্রায় সমস্ত লোক এসে সেখানে জড়ো হলো। তারা ওঁদের গালাগালি দিচ্ছে, অভিশাপ দিচ্ছে, ব্যঙ্গ কোরছে। আজ আর যেন নোরোকেও তাদের ভয় নেই।

হঠাৎ সৈন্যদের তুর্য বেজে উঠতেই সমস্ত কলরব থেমে গেলো।

নেরো এবার ফটক পেরিয়ে সহরে ঢুকলেন। ঢুকেই তিনি বড় গলায় থিয়েটারী ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে বোললেন,—

'হে ঘর-হারাদের ঘর-হারা রাজা,

রাত্রি ঘনিয়ে আসে,

আশ্রয় পাবে তুমি কোথা ?'...

তারপর একটা সিঁড়ি বেয়ে তিনি পুলের ওপরে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে উঠলো তাঁর বন্ধু-বান্ধবরাও। আর উঠলো একদল গায়ক, সঙ্গে তাদের সেতার, বীণা, বাঁশী, আরো কতো কি !

সকলে নিঃশ্বাস বন্ধ কোরে দাঁড়িয়ে রইলো—সম্রাট কি বোলবেন, তাই শুনবার জন্য। কিন্তু নেরো অনেকক্ষণ যাবৎ কিছুই বোললেন না। তিনি সেই অগ্নিশিখার দিকেই চুপ্ কোরে তাকিয়ে রইলেন।

একজন তাঁর হাতে বীণাটা নিঃশব্দে তুলে দিলো। সম্রাট আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকালেন, আর বীণায় ঝঙ্কার দিয়ে উচ্ছ্বসিত গলায় বোল্‌তে লাগলেন,—

'যারা চলে গেছে, তুমি যে তাদের নীড়,
তুমি যে আমার মনের আদরের দোলা!'......

পাশেই আবার অগ্নিশিখার শব্দকে ডুবিয়ে উঠছিলো জনতার কলরব। বীণার সুর তাতে ঝিমিয়ে পড়লো, কথা-গুলো হয়ে গেলো নেহাৎ অস্পষ্ট। নেরো তাঁর বীণা বাজানো বন্ধ কোরলেন। তিনি যেন পাথরের মূর্তি হোয়ে গেছেন!

দলের সবাই চুপচাপ!

হঠাৎ সেই স্তব্ধতা ভেঙে গেলো জনতার তীব্র চীৎকারে।

সকলেই তারা বুঝেছে, যে এ নেরোর কাজ।

নেরো কিন্তু লোকগুলোর এই হল্লার অর্থ কিছুই বুঝলেন না। তিনি ভাবলেন, এরা বোধহয় তাঁর বীণা বাজানো আর কবিতা আওড়ানো শুনে খুব খুসী হোয়েছে। তাই আনন্দ কোরছে এমনি কোরে।

কিন্তু ভীড় সেদিকেই দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগলো। তাদের হল্লা আর তীব্রতর চীৎকার ক্রমশই বাড়ছে।

সম্রাট ভীত হোয়ে উঠলেন!

তিনি হাত্‌টা একটু তুলে বোললেন, 'কী ভীষণ রাত্রি! একদিকে সর্বগ্রাসী আগুণ আর একদিকে ক্রোধোন্মত্ত জনতা!'

টিজেলিনাস্ বোললেন্, 'সম্রাট, আমি যথাসাধ্য ব্যবস্থা কোরেছি, কিন্তু বিপদ দেখছি তবুও এড়াতে পারিনি। আপনিই আপনাদের প্রজাদের সঙ্গে কথা বলুন। ওদের শান্ত করুন।'

—'য়্যাঁ! রোমের সম্রাট আমি, সাধারণ লোকের সঙ্গে কথা বলবো? না। আমার হোয়ে আর কেউ বলো।'

—'কে বলবে?' জিগ্যেস কোরলেন নেরো।

—'আমি বোলবো।' শান্ত গলায় বোললেন পিত্রোনিয়াস্।

—'তাই যাও বন্ধু।'

পিত্রোনিয়াস্ একটা সাদা ঘোড়া আনবার জন্য আদেশ কোরলেন। মুহূর্ত কয়েকের মধ্যে সেই ঘোড়ায় চেপে তিনি এগিয়ে চললেন ভীড়ের দিকে। সঙ্গে চোললো অন্যান্য সভাসদ্‌রাও। ছ'ধারে সৈন্যদল তাঁদের ঘিরে রইলো।

জনতা ক্রমশই বাড়ছে আর চীৎকারও বাড়ছে ততোধিক।

সব লোকের হাতেই হয় লাঠি, নয় অস্ত্র। তারা পিত্রোনিয়াস্‌কে লক্ষ্য কোরে সেই লাঠি আর তলোয়ার ঘুরাতে লাগলো। সবাই ওঁকে চিনতে পেরেছে। তাই চীৎকার কোরতে লাগলো তারা ওঁর নাম ধরে।

পিত্রোনিয়াস্ গম্ভীর গলায় চেঁচিয়ে বোললেন, 'রোমবাসীরা সবাই শোনো!'

কিন্তু সে জনসমুদ্রের কোলাহলে তাঁর বাণী তলিয়ে গেলো। সকলের কাণে তা' পৌছলো না। পরে একটা বড় আলোর সাহায্যে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হোলো। তখন চতুর্দিক

থেকে সাড়া উঠলো, 'শোনো, পিত্রোনিয়াস্ কি বলে, একবার শোনো !'

পিত্রোনিয়াস্ এবার সহানুভূতির স্বরে বোললেন, 'হে সর্বস্বহারা নাগরিকগণ ! যা' চলে গেছে তার জন্য আর দুঃখ কোরে লাভ নেই ! রোম সহর আবার নতুন কোরে তৈরী হবে। সম্রাটের বাগানগুলো খুলে দেওয়া হবে তোমাদের থাকবার জন্য। তোমাদের শস্য দেওয়া হবে, মদ দেওয়া হবে, তেল দেওয়া হবে,—আকণ্ঠ খেতে পাবে তোমরা। সম্রাট তোমাদের আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা কোরবেন, ভোজ দেবেন, হরির লুট দেবেন টাকার। আগের চেয়ে তোমরা সবদিকে সুখী হবে।'

ভীড়ের উন্মত্ততা একটু কমলো। পিত্রোনিয়াস্ এসে সম্রাটকে সব কথা বোললেন। সম্রাট শুনে খুসী হোলেন।

পরদিন সকাল হোতেই নেরোর সমস্ত বাগানে রোমবাসীদের তাঁবু পড়লো। পিপে পিপে মদ, তেল আর খাদ্যদ্রব্য আস্‌তে লাগলো প্রচুর। অনেক ভেড়া, গরু, দুম্বা পাহাড় থেকে প্রতিদিন সেখানে আমদানি হোতে লাগলো।

কিন্তু এতো দান সত্ত্বেও সম্রাটের প্রতি প্রজাদের মনোভাব ভালো হোলো না। চোর, জুয়াচোর, ভবঘুরে, যারা দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না, তারাই সব খুসী হোলো। যাদের ঘর-বাড়ী গেছে, ধন-দৌলত গেছে, আত্মীয়-বন্ধু গেছে তারা আনন্দ পেলো না—এই আমোদ-প্রমোদ আর টাকা-পয়সার অকাতর দানে।

রোমবাসীদের অসন্তোষে শাসকরা সবাই ভয় পেয়ে গেলেন। নেরোরও টনক নড়লো।

তিনি একটা পরামর্শ-সভা ডাকলেন। কি কোরে এদের শান্ত করা যায়? পিত্রোনিয়াস্‌ দাঁড়িয়ে বোললেন, 'চলুন সম্রাট, আমরা রোম ছেড়ে কয়েকদিনের জন্য বাইরে কোথায়ও চলে যাই।'

নেরো বোললেন, 'তাই চলো।'

একজন সভাসদ্‌ আপত্তি জানিয়ে বোললেন, 'কিন্তু রোমে আবার ফিরে আসা কঠিন হবে। সবাই [illegible] সব দখল কোরে বসবে।'

পিত্রোনিয়াস্ উত্তর দিলেন, 'কেন, আমরা হাজার-হাজার সৈন্য নিয়ে ফিরবো। কে রুখ্‌বে আমাদের?'

নেরো বোললেন, 'ঠিকইত, কে রুখ্‌বে?'

টিজেলিনাস্ বাধা দিলেন, 'সম্রাটের বংশেরই যদি কেউ সিংহাসনে চেপে বসে! তখন উপায়?'

নেরো বোললেন, 'বেশ ত আমার বংশে যে যেখানে আছে শেষ কোরে দিলেই ত সব চুকে যায়।'

—'কিন্তু তাতেই কি একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় সম্রাট! রোমবাসীরা যাকে ইচ্ছে তাদের রাজা কোরে নিতে পারে!'

—'তবে উপায়?'

টিজেলিনাস্ বোললেন, 'তারা চায় প্রতিশোধ। প্রতিশোধ তারা নেবেই।'

নতমুখে সবাই খানিকক্ষণ নীরবে ভাব্‌তে লাগলেন।

সম্রাট অবশেষে নিজের মনেই বোললেন, 'মন চায় প্রতিশোধ, প্রতিশোধ চায় বলি।'

হঠাৎ তাঁর মাথায় এই নিয়ে একটা কবিতা লিখবার খেয়াল চাপলো। নেরো কাগজ কলম চাইলেন। শেষে তিনি দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট চেপে বোললেন,

'হ্যাঁ, মানুষের মনে যখন প্রতিশোধ নেবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে, তখন কারুর-না-কারুর ওপর তা'দের প্রতিশোধ না নিলে চলে না। কিন্তু রোমবাসীরা কার ওপর প্রতিশোধ নেবে?'

সভাস্থ সকলেই মনোযোগ দিয়ে সম্রাটের কথা শুনছে।

সম্রাট একটু থেমে বোললেন, 'টিজেলিনাস্! তুমি আগুণ দিয়েছ রোম সহরে; সর্বস্বান্ত কোরেছ তাদের তুমিই! সুতরাং তোমার ওপরেই রোমবাসীদের প্রতিশোধ নিতে দাও!'

টিজেলিনাসের মুখখানা -সহসা ভয়ে সাদা হোয়ে গেল। কণ্ঠ শুকিয়ে উঠলো মরুভূমির মতন! তিনি ভীত হোয়ে বোললেন, 'সে ত আপনার আদেশেই সম্রাট!'

—'তা ছাড়া উপায় কি?'

—'উপায়? আছে।'

—'কি?'

—'চতুর্দিকে রটিয়ে দেওয়া হোক্ যে, সহরে ক্রীশ্চানেরা আগুণ লাগিয়েছে। তাদের শাস্তি দেওয়া হবে।'

'ঠিক, ঠিক বোলেছ তুমি।' সবাই একসঙ্গে বলে উঠলেন।

কিন্তু ভয় পেলেন এতে পিত্রোনিয়াস্। ভিনিসিয়াস্ আর লিজিয়ার তাহোলে কি হ'বে?

সম্রাট সহরের সমস্ত ক্রীশ্চানদের ধরবার আদেশ জানিয়ে দিলেন। কিন্তু ক্রীশ্চানদের চেনা যাবে কি করে? আর থাকেই বা তারা কোথায়?

টিজেলিনাস্ সে ব্যবস্থাও কোরে ফেললেন অতি দ্রুত। ক্রীশ্চানদের যে চেনে এবং ওদের সব জানে, এমন লোক একজন মুহূর্তে যোগাড় কোরলেন।

লোকটী আর কেউ নয়, সেই চিলোন।

চিলোনই টাকার লোভে তাদের ধরিয়ে দিতে চাইলে। অমনি সঙ্গে-সঙ্গে প্রভু-ভক্ত কর্মচারীরা ওর সাথে বেরিয়ে পড়লেন সশস্ত্র ফৌজ নিয়ে।

পিত্রোনিয়াস্ সভা থেকে এসেই ভিনিসিয়াস্‌কে রাজার এই নিষ্ঠুর হুকুমের কথা জানিয়ে দিলেন, আর লিজিয়াকে রোম সহরের বাইরে নিয়ে যেতে বোললেন এখনিই।

এই সংবাদের পর ভিনিসিয়াস্ তক্ষুণি ছুটে লিজিয়ার উদ্দেশে তখনই ক্রীশ্চান পল্লীতে গেল।

কিন্তু লিজিয়ার সঙ্গে তার দেখা হোলোনা।

সেখানে তিনি শুনলেন, সম্রাটের সৈন্যেরা এসে ক্রীশ্চানদের সব ধরে নিয়ে গেছে। সেই সাথে লিজিয়া ও আরসাসকেও। সুধু পিটার আর পল্ দু'জনে এখ্‌নো ধরা পড়েন নি।

ভিনিসিয়াস্ ফিরে এসে পিত্রোনিয়াসকে সব খুলে বোললেন আর অনুরোধ কোরলেন লিজিয়াকে বাঁচাবার জন্য চেষ্টা কোরতে।

পিত্রোনিয়াস বোললেন, 'সম্রাট শুনেছেন, তুমি ক্রীশ্চান হোয়েছ। তাই আমার ওপর তিনি রেগে গেছেন। অতএব লিজিয়াকে উদ্ধার করবার মতো আর কোনো উপায়ই নেই।

নেরোর আদেশে দলে-দলে ক্রীশ্চানদের ধরা হোয়েছে।

অপরাধ তাদের কি, এ সংবাদও ছড়িয়ে পড়েছে সহরের এক প্রান্ত হোতে অপর প্রান্ত অবধি। পথে পথে লোকেরা চীৎকার কোরছে,—

ওদের সিংহের মুখে ফেলে দাও! বাঘের মুখে ফেলে দাও ওদের! সবাই তারা বিশ্বাস কোরেছে, যে আগুণ দিয়েছে ক্রীশ্চানেরাই।

রোম-নগরের এখানে ওখানে আবার নতুন কোরে ঘর-বাড়ী, মন্দির তোলা সুরু হোয়েছে। অনেক অংশে আরম্ভ হোয়েছে বড় বড় সুন্দর রাস্তা। কিন্তু সবার আগেই তৈরী হোয়ে গেছে আমোদ-প্রমোদের জায়গাগুলো। এখানেই ক্রীশ্চানদের হত্যা করা হবে। সেই হত্যা দেখবার জন্য টিকেট বিক্রী করা হোচ্ছে!

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস ধরে চোল্‌বে এই হত্যার উৎসব।

কেমন কোরে তাদের বধ করা হবে, তাই ভেবে ভেবে রোমের নাগরিকদের মাথা ব্যথা হোয়ে গেল। কিন্তু ভাবনা তাদের আর বেশী দিন কোরতে হোলো না। হত্যার উৎসব সুরু হোলো খুব তাড়াতাড়িই। কারণ, যে সমস্ত গারদে ক্রীশ্চানদের আটকে রাখা হোয়েছিলো, সে গুলোতে হঠাৎ জ্বর দেখা দিয়েছে মহামারীর মতো!

এ সংবাদ ভিনিসিয়াসের কাছে পৌছলো। খবর পেয়ে তাঁর শেষ আশাটুকু যা' ছিলো তাও উবে গেলো। তিনি যেন কেমন হোয়ে গেছেন। কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বোল্‌তে এলে তিনি তার মুখের দিকে হাঁদার মতো তাকিয়ে থাকেন। রাতদিন শুধু এক জায়গায় বসে তিনি যীশুর কাছে প্রার্থনা কোরছেন।

ভরসা, তাঁর লিজিয়াকে কেবল তিনিই বাঁচিয়ে দিতে পারেন।

এর মাঝে মাঝে তাঁর এই কথাটাই মনে হয়, যে পিটার যদি লিজিয়ার জন্য প্রার্থনা করেন, তবে হয়ত যীশুর দয়া খুব শীগ্‌গিরই হবে। ভিনিসিয়াস্ তাই পিটারের খোঁজে বেরুলেন।

এদিকে যে সমস্ত ক্রীশ্চানেরা তখনও ধরা পড়েনি, তাদের নিয়ে পিটার একটা গভীর আঙুর বনের আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। সেখানে তারা সবাই মিলে মিনিটে মিনিটে বোলছে, 'যীশু আমাদের দয়া করুন, যীশু আমাদের রক্ষা করুন!'

দু'দিন কেটে গেলো ভিনিসিয়াসের আহার হয়নি, নিদ্রাও হয়নি তার। অতি সাবধানে রাজার গুপ্তচরদের লুকিয়ে তিনি তন্ন-তন্ন কোরে খুঁজছেন চতুর্দিক। কিন্তু সহরের বাইরেও যখন তাঁর সন্ধান পাওয়া গেলো না, হতাশায় তখন মুষ্‌ড়ে পড়লেন তিনি। একে ক্ষুধায় কাতর দেহ, তার উপর সারাদিনের পরিশ্রমে ওঁর দুর্বল পা দু'খানি আর চোল্‌তে পারে না। সন্ধ্যা প্রায় হোয়ে এসেছে অথচ সহর তখনো বেশ দূরে। তবুও পল্লীর সবুজ ঘাসে মোড়া নির্জন পথের উপরেই তিনি শুয়ে পড়লেন একটু বিশ্রামের জন্য। সঙ্গে সঙ্গে বাতাস বয়ে গেলো নিঃশব্দে আর ক্লান্তি-হরা নিদ্রা এসে তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দিলে।

ভিনিসিয়াস্ স্বপ্ন দেখছিলেন। দেখছিলেন যেন ক্লান্ত পিটারও খুঁজে-খুঁজে এসে তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে ডাকছেন। সেই ডাকে ওঁর ঘুম ভাঙলো। তাকিয়ে দেখলেন,

সত্যই একজন মানুষ, তবে পিটার নয়; সে তাদেরই দলের অপর একজন ক্রীশ্চান।

সেই ক্রীশ্চানটি ফিরছিলো সহর থেকে খাবার নিয়ে। এতো রাতে পথের ওপর একটা লোক সটানভাবে শুয়ে আছে দেখে তার ভয়ের চাইতে বিস্ময়ই হয়েছিল অধিক! তাই হাতের চোরাবাতিটা ঘুরিয়ে সে লোকটার আপাদ-মস্তক একবার দেখে নিলে। নাঃ! দেহের কোথায়ও ত আঘাতের চিহ্নমাত্র নেই! তবে কি রোমেরি সর্বস্ব-হারা পথচল্তি কোনো ক্লান্ত পথিক এখানে ঘুমিয়ে পড়েছে! সে আবার ঘুরিয়ে বাতিটার রশ্মি তার মুখের ওপর ফেল্লে এবং ভালো কোরে দেখতেই নিদ্রিতকেও চিনলো। তখন কথা কইতেই ভিনিসিয়াস্ উঠে ওর মুখে খোঁজ পেলেন পিটারের।

রাত্রির গাঢ় অন্ধকার ভেদ কোরে তারা চলেছে। কিছুক্ষণ চলার পর একটা নিবিড় বন। ভিতরে ঢোকবার মতো কোনো সরু পথও তাতে নেই। সঙ্গে একটা বাতি আছে; কিন্তু তার সেই আলোতে একজন বই দু'জনের পথ দেখে চলা যায় না। যাহোক্ কোরে বহু কষ্টে গন্তব্যস্থানে ওরা পৌঁছলো।

ভিনিসিয়াসের ইচ্ছা হোলো, তিনি ছুটে গিয়ে পিটারের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েন আর কেঁদে কেঁদে বাঁচাতে বলেন লিজিয়াকে। কিন্তু প্রার্থনার সময় ব্যাঘাত কোরতে তাঁর সাহস হোলো না। তিনিও তাদের সঙ্গে বোলতে লাগলেন, 'যীশু রক্ষা করুন, যীশু দয়া করুন।'

পরে যখন প্রার্থনা শেষ হোয়ে গেল, তখন পিটার প্রত্যেককে সাহস ও সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। ভিনিসিয়াসের করুণ মুখ-খানা দেখে তাঁর ভারী দয়া হোলো। তিনি সস্নেহে বোললেন, 'তুমি যীশুকে বিশ্বাস করো ?'

কাতরকণ্ঠে ভিনিসিয়াস উত্তর দিলেন, 'মনে প্রাণে করি। নইলে নিবিড় এই বনে কেন আমি ছুটে এসেছি ?'

—'তবে আর ভয় কি ? বিশ্বাস রেখো তিনিই রক্ষা কোরবেন।'

ভিনিসিয়াসের কাছে পিটারের কথা-গুলো দেবোবাক্য বলে মনে হোলো। সাহসে ভরে গেলো তাঁর বুকখানা। দুটী চোখে বিশ্বাসের জ্যোতি ফুটে উঠলো। চোখদুটী বেয়ে গড়িয়ে পড়লো কয়েক ফোঁটা জল।

কাঁদতে কাঁদতে বোললেন, 'যীশু, তাকে দয়া করো। তাকে বাঁচাও।'

রাত্রি তখন শেষ হোয়ে এসেছে, পূবের আকাশ উঠেছে ফরসা হোয়ে।

এর দুদিন পরেই হত্যার উৎসব সুরু হবে !

আয়োজন চলেছে তাই অতি দ্রুত। বিক্রী-টিকেট হোতে দর্শনাকাঙ্খী লোকের সংখ্যা দেখে স্থির হোয়েছে সব চাইতে বড় যে থিয়েটারের হল্ সেইটাই। অতো বড় সুসজ্জিত প্রেক্ষাগৃহের চতুর্দিকে গ্যালারী। সামনে তার দ্বিতীয় শ্রেণীর আসন। তারপরের আসনগুলিতে সম্রাট, সভাসদ্ ও তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা। আর তারই অনতিদূরে মাঝখানে যে বিস্তৃত জায়গা ঘেরা হোয়েছে, সেখানে হবে বন্দী ক্রীশ্চানদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি।

দেখতে দেখতে উৎসবের দিন এসে গেলো।

সকাল থেকে লোক আসছে সেখানে কাতারে-কাতারে। সিংহ, বাঘ আর বড় বড় কুকুরগুলো খাঁচার মধ্যে গর্জন কোরছে। দু'দিন আজ তাদের কিছুই খেতে দেওয়া হয়নি। ক্ষিদের জ্বালায় তারা ছটফট কোরছে। ক্রীশ্চানদের পেলেই টুক্‌রো টুক্‌রো কোরে খেয়ে ফেলবে। ওদের যতো বেশী ক্ষিধে লাগছে, ততই ওরা ক্ষেপে গিয়ে চেষ্টা কোরছে সেই খাঁচাগুলোকে ভেঙে বেরোবার জন্য। সেখানে তার চারিদিকে যারা দাঁড়িয়ে ভীড় কোরে আছে, পশুদের গর্জনে তারা একে অন্যের কথাও শুনতে পারছেনা।

এমনি সময় হঠাৎ একটা কামান দাগার মতো শব্দ হোলো

—গুড়-গুড়-গুড়ুম ! আর অল্পক্ষণের মধ্যেই কতকগুলি ক্রীশ্চানকে ছেড়ে দেওয়া হোলো সেই ঘেরা জায়গাটার মধ্যে। এখনই যে মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও মুখে তাদের ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। যীশুকে তারা সানন্দে ডাকছে। মরণকে যেন ওরা ভয়ই করেনা।

নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্বেই সম্রাট এসেছেন। টিজেলিনাস্ এসেছেন। অন্যান্য সভাসদেরা এসেছে। পিত্রোনিয়াস্ও না এসে পারেননি। সম্রাট তাঁকে হুকুম দিয়ে ভিনিসিয়াস্কেও আনিয়েছেন।

চিলোন্ টিজেলিনাসের পাশেই একটা দামী আসনে বোসে আছে। আর যাই সে করুক, মনে বড় ও ভীতু ছিলো। এত রক্ত-স্রোত জীবনে সে কখনও দেখেনি। তাই এখানে আসতে তার মোটেই ইচ্ছা ছিলোনা। কিন্তু আপত্তি কোরতেও সাহস করেনি। পাছে সম্রাট কি ভাবেন !

মরণ-পথের যাত্রীরা পাশাপাশি সার বেঁধে বসেছে। হাতগুলি তাদের আকাশের দিকে তোলা। সবাই ভাবলে, ক্রীশ্চানরা বোধ হয় প্রাণের ভয়ে অমনি কোরে সম্রাটের করুণা চাইছে। দর্শকরা চটে গেলো। তারা চায়, 'জানোয়ারদের সঙ্গে ওরা লড়াই কোরে মরুক। তবেই বেশ মজা হবে দেখতে। ভয় পেয়ে যদি লড়াই-ই না করে, তবে আর আমোদ কি হলো !'

সবাই চীৎকার কোরতে লাগলো, 'সিংহগুলোকে ছেড়ে

দাও। বাঘগুলোকে ছাড়ো। কুকুরগুলোকে লেলিয়ে দাও।'

ক্রীশ্চানদের এই দলের মধ্যে লিজিয়া বা আরসাস্ নেই। তাদের পালা এখনও আসেনি। কবে যে আসবে, তারও কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।

হঠাৎ সমস্ত মাঠখানা সঙ্গীতে ধ্বনিত হোয়ে উঠলো। ক্রীশ্চানরা সব একসঙ্গে মিলে গাইছে। সবাইত দেখে অবাক্। চোখে-মুখে তাদের যে ভাব ফুটে উঠেছে তা' দেখলে মনে হয়, যেন কার প্রেরণা পেয়েছে তারা।

রোম বাসীরা আজ পর্যন্ত কখনও এমনটী দেখেনি। মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে যে—কেউ কোনোদিন গাইতে পারে এ ধারণাও তাদের ছিলোনা!

তাছাড়া এই মাঠের কোনোদিকেই তারা চায়নি। ভীড়ের দিকে তাকায়নি, সম্রাটের সভাসদ্দের লক্ষ্য করেনি, সম্রাটকেও ওরা দেখেনি।

এবার সবাই বুঝলো, 'ক্রীশ্চানরা হাত জোড় করে সম্রাটের করুণা ভিক্ষা করেনি; তারা প্রার্থনা কোরছিলো যীশুর কাছে।'

তোমরা অনেকেই হয়তো সার্কাস্ দেখেছো।

খেলা সুরু হবার পূর্বেই যেমন বাজনা বেজে ওঠে আর রঙ্গ-মঞ্চে খেলোয়াড়রা এসে হাজির হয়, তেমনি কোরে হঠাৎ নানা যন্ত্রের সুর একত্রে মিলিয়ে বেজে উঠলো। সঙ্গে-সঙ্গে খুলে

গেলো কুকুরদের পিঁজরাগুলোর দরজা। মুহূর্তে সেই পিঁজরার মধ্য থেকে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলো সব বড় বড় নেকড়ে বাঘের মতো কুকুর। চোখের মণিগুলো তাদের অগুণের মতো জ্বলছে। কদিন ওরা খেতে পায়নি। মাঠে বেরিয়ে কুকুরগুলো দল বেঁধে ডাকতে লাগলো। তাদের সেই ডাক আর গোঁ-গোঁ শব্দ শুনে অনেকেরই ভয় হোলো। অথচ ভয় যাদের সত্যিই হবার কথা তারা কিন্তু একটুও কাঁপলোনা।

ক্রীশ্চানদের প্রর্থনা তখন শেষ হোয়ে গেছে। তেমনি নতজানু হোয়ে তারা শুদ্ধ-ভাবে বোসে রইলো। কুকুরগুলো তাদের পাথরের মতো অনড় দেখে, মানুষ বোলে প্রথমে বুঝতে পারলো না। তাই ক্ষুধার্ত হোলেও এলোমেলোভাবে কিছুক্ষণ তারা ফিরতে লাগলো ; হঠাৎ-ই আক্রমণ কোরলে না।

দর্শকরা সবাই উঠলো অসহিষ্ণু হয়ে।

তাদের মধ্যে কেউ আরম্ভ কোরলো কুকুরের মতো ডাকতে, কেউবা কুকুরগুলোকে ভেজিয়ে দেবার জন্য হাতের তুড়ি ও ঘন-ঘন শিষ দিতে লাগলো। হাজার-হাজার লোকের চীৎকারে সমস্ত মাঠখানা উঠলো কেঁপে। এই ইঙ্গিত আর শব্দ শুনে কুকুরগুলোও ক্ষেপে গেলো। তারা ক্রীশ্চানদের গায়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে দাঁত দিয়ে ওদের ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো। কুকুরদের তর্জন-গর্জন, ক্রীশ্চানদের 'যীশু যীশু' চীৎকার আর সেই ভীড়ের আনন্দ-ধ্বনি সব মিলে সৃষ্টি কোরলো এক বীভৎস শব্দের।

অল্পক্ষণের মধ্যেই রক্তে সে জায়গাটা লাল হোয়ে উঠলো! কুকুরগুলো এবার ক্রীশ্চানদের মৃতদেহ নিয়ে স্বরু কোরলে কাড়াকাড়ি কামড়াকামড়ি কোরতে। বৃষ্টির জলে যেমন মাঠ কাদা হোয়ে যায়, ওদের রক্তে মাঁটখানা তেমনি কাদা হোয়ে গেলো।

এরপর সেইখানে আবার ঢুকিয়ে দেওয়া হোলো একদল ক্রীশ্চানকে। গায়ে তাদের পশুর চামড়া। তারাও বোসলো নতজানু হোয়ে। কুকুরগুলোর পেট আগেই ভরে গিয়েছিলো ; তাই ওদের আর তারা ছুঁলোনা।

অথচ দর্শকেরা উঠেছিলো মাতাল হোয়ে। রক্তের নেশা তাদের পেয়ে বসলো। তারা চীৎকার কোরে উঠলো, 'সিংহ সিংহ ছেড়ে দাও।'

সিংহগুলো জমা ছিলো পরের দিনের জন্য। কিন্তু সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কাজ কোরতে চাইলেনা। সম্রাট নেরোও বোললেন, 'হ্যাঁ, সিংহ।.........সিংহ ছেড়ে দাও।'

অমনি সিংহের পিঁজরাগুলোর দরজা খুলে দেওয়া হোলো। তাদের দেখে অত বড়ো কুকুরগুলো ত ভয়েই অস্থির। এমন কি সম্রাট নিজেও সেইদিকে তাকাতে ভয় পেলেন। ভীড়ের লোকেরা সিংহগুলোকে আঙুলে গুণ্‌তে লাগলো।

এই ভয়ানক জানোয়ারগুলিও আজ দু'দিন অনাহারে আছে। কিন্তু ছাড়া পেয়েও তারা ক্রীশ্চানদের সহসা আক্রমণ কোরলে না। পিঁজরা থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ মাঠের

এদিক-ওদিকে ঘুরলো ; পরে হাই ভাঙতে লাগলো তারা সেই রক্ত-স্রোতের মাঝে শুয়ে। যেন ইচ্ছা কোরেই ওরা দাঁত দেখাচ্ছে।

এর পর নাকে ক্রমশঃই যতো মানুষের টাট্‌কা রক্তের গন্ধ তারা পেতে লাগলো, ততই উন্মাদ হোয়ে উঠলো রক্তের নেশায়। হঠাৎ একটা সিংহ উঠেই লাফিয়ে পড়লো একটী মেয়ের উপর। মুহূর্তে গলার কাছে তার ছেঁদা কোরে দিয়ে সমস্ত দেহের রক্তটা চুষে খেতে লাগলো। তখন আর একটা সিংহ এগুলো একজন পুরুষের দিকে। সেই লোকটার কোলে ছিলো তার ছোট্ট এতটুকু একটী ছেলে।

ভয়ে ছেলেটা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো।

বাবা তার ছেলেকে বাঁচাবার জন্য বুকে জড়িয়ে ধরে সরে দাঁড়ালো কয়েকজনের পেছনে। কিন্তু সিংহের দৃষ্টি! তার চোখ এড়িয়ে শিকারের পালাবার যো নেই। চোখের পলকে সিংহটা লাফিয়ে পড়লো সেই লোকটীর ওপর আর মুখের মধ্যে তার মাথাটা নিয়ে কড়মড় কোরে চিবিয়ে দিলে। ছেলেটাও বাদ পড়লো না তার সেই ক্ষুধার গ্রাস থেকে।

বাকী সিংহগুলোও যেন রক্ত-পিপাসায় ক্ষেপে উঠলো। মুহূর্ত মধ্যেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো সমস্ত খ্রীশ্চানদের ওপর। পুরুষেরা কেউ কোনো শব্দ কোরলে না। দু'একজন মেয়ে কেবল ভয়ে চীৎকার কোরে উঠলো। কিন্তু তাদের সে মর্মঘাতী চীৎকার ডুবে গেলো দর্শকদের হাত-তালি আর আনন্দ-ধ্বনির মধ্যে।

সিংহগুলো আকণ্ঠ মানুষের রক্ত পান কোরে তৃষ্ণার নিবৃত্তি কোরেছে। নেরোর পশুশালাতে আসার পর এমন বিনা বাধায় রক্তপান জুটেছে তাদের খুব কমই। মাথাগুলোকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে মুখের মধ্যে পুরে, ধারালো নখের আঁচড় দিয়ে পাঁজরাগুলো ছিঁড়ে ফেলছে। কোনো-কোনোটা আবার নির্বিবাদে মাঠের এককোণে বোসে ধীরে ধীরে তাদের উদর ভর্তি কোরছে নরম মাংসে।

সম্রাট নেরো এক মনে তাই দেখছেন।

পিত্রোনিয়াসের মুখের উপর দিয়ে কালোছায়া খেলে গেলো। এ সব তাঁর অত্যন্ত তিক্ত লাগছিলো। তবুও নিরুপায় হোয়ে তিনি বোসে রইলেন।

ভিনিসিয়াস্ ভয়ে আঁতকে উঠলো! লিজিয়ারও এই দশা হবে?……

চিলোন এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য সহ্য কোরতে পারলো না। সে মূর্চ্ছিত হোয়ে পড়লো!

আবার নতুন একদল ক্রীশ্চানকে আনা হোলো সেই মাঠের মধ্যে। এবার সম্রাটের আদেশেই ক্রীতদাসেরা সমস্ত কুকুর, সমস্ত সিংহ, সমস্ত ব্যাঘ্র একসঙ্গে ছেড়ে দিলো।

জানোয়ারদের চেহারা, তাদের ডাক আর রক্তে ধোওয়া মাঠের দৃশ্য দেখে ত্রস্ত জনতার অধিকাংশই চেঁচিয়ে উঠলো ভয়ে।

এমনি কোরে নির্ব্বিঘ্নে শেষ হোলো সে-দিনকার হাজার হাজার লোকের আমোদ-প্রমোদ।

দ্বিতীয় দিন আমোদের ব্যবস্থা হোলো সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। ঠিক হোলো, ক্রীশ্চানরাই ক্রীশ্চানদের মারবে। তাই প্রত্যেকের হাতে তলোয়ার, বর্শা প্রভৃতি সুধার অস্ত্র দিয়ে দেওয়া হোলো। কিন্তু মাঠে নেমেই তারা হাতের সব অস্ত্রগুলো ফেলে দিলে আর পরস্পরকে একবার শেষ আলিঙ্গন কোরলে বুকের মধ্যে নিয়ে।

সম্রাট এতে ক্ষেপে গেলেন। তাঁর আদেশ অমান্য!

রেগে তিনি আদেশ কোরলেন একদল মাতাল সৈন্যকে ছেড়ে দিতে। মুখ থেকে সম্রাটের হুকুম বেরুতে দেরী আছে তবু আজ্ঞাবহদের মোটেই দেরী নেই। তাদের ইঙ্গিতে অমনি হিংস্র পশুর মতো সৈন্যগুলো সেখানে ঢুকেই বল্লমে গেঁথে মারতে লাগলো সেই অপরাধীদের।

আজও ভিনিসিয়াস্ এসেছেন, চিলোন এসেছে, পিত্রো-নিয়াস্ এসেছেন। এঁদের কারু আসবার ইচ্ছে ছিলো না। তবু আসতে হোয়েছে নিতান্ত প্রাণের ভয়েই। চিলোন এ দৃশ্য দেখতে পারলো না। দুঃখ হচ্ছিল তার সবচাইতে বেশী। সেইতো তাদের ধরিয়ে দিয়েছে! তারই শয়তানীর জন্য এদের এই দশা! ও চোখ বন্ধ কোরে বোসে রইলো।

ক্রীশ্চানদের অধিকাংশই মরে গেছে। দু'চার জন যারা

যন্ত্রণায় তখনও ছটফট কোরছিলো, সৈন্যরা সবল হাতে তলোয়ারের আর এক আঘাতেই তাদের সব শেষ কোরে দিলে।

এর পর জেল হোতে আবার একটা দলকে সেখানে আনা হোলো। সকলেরই কোলে তাদের ছেলে কিম্বা মেয়ে রয়েছে।

উন্মত্ত সৈন্যগুলো তা' দেখে আনন্দে নেচে উঠলো একটা বিকট শব্দ কোরে। মুহূর্তে কতোগুলি শিশুকে তাদের মায়ের বুকের সঙ্গে তারা বর্শায় গেঁথে ফেললে! আর বাকী শিশুদের পিতা-মাতার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে, ছুঁড়ে দিলে আকাশের দিকে! তারা মাটীতে পড়বার পূর্বেই কোনোটাকে তলোয়ারের মুখে ওরা ধোরলে, কোনোটাকে বা লুফে নিলে বল্লমের সুতীক্ষ্ণ ডগায়!

চোখের সামনে সন্তানদের পশুর মতন হত্যায়, বাপ ও মায়েরা তাদের বিকৃত মুখে আর্তনাদ কোরে উঠলো। কিন্তু নিষ্পাপ এই কচি-কচি শিশুদের সুন্দর মুখগুলি দেখেও আমোদভোগী সেই বিরাট জনতার মধ্যে কারু বুকে এতোটুকুও বাজলো না!

নির্দয় নেরোর বুকেও না।

যীশুখ্রীষ্টকে ক্রুশে দেওয়া হোয়েছিলো সে-কথা তোমাদের বোলেছি। সব-হতভাগাদের জন্যও এবার সেই ব্যবস্থাই হোলো। দেখতে দেখতে অতো বড়ো জায়গাটা ভরে গেলো অসংখ্য কাঠের তৈরী ক্রুশ দিয়ে। কাফ্রী চাকরেরা ক্রীশ্চানদের দেহ উলঙ্গ

কোরে মাথায় পরিয়ে দিলে আইভি-পাতার মালা। তারপর সবাইকে তারা ক্রুশে তুলে পেরেক দিয়ে গেঁথে দিলো। গা বেয়ে তাদের ঝর্ ঝর্ কোরে রক্ত পড়ছে, ঘাড়ের কাছে ভেঙে মাথাগুলো ঝুঁকে পড়েছে সব বুকের ওপর! দেখলেই মনে হয়, যেন নীরবে তারা কি ভাবছে।

দর্শকরা ত সবাই অবাক্ হোয়ে গেছে এই নির্যাতন দেখে! সহ্যের ক্ষমতা এদের কি ভয়ানক! একটুও কাঁদছে না! শব্দও কোরছে না ওরা এতোটুকু!

ক্রুশগুলো এতো ঘন-ঘন কোরে পোঁতা হোয়েছে, যে তাদের মধ্য দিয়ে চাকরগুলোও সহজে যেতে পারছে না। নেরোর সামনেই ঝুলানো হোয়েছে সব মেয়েদের। কিন্তু সবার সুমুখে রয়েছেন ক্রিস্‌পাস্।

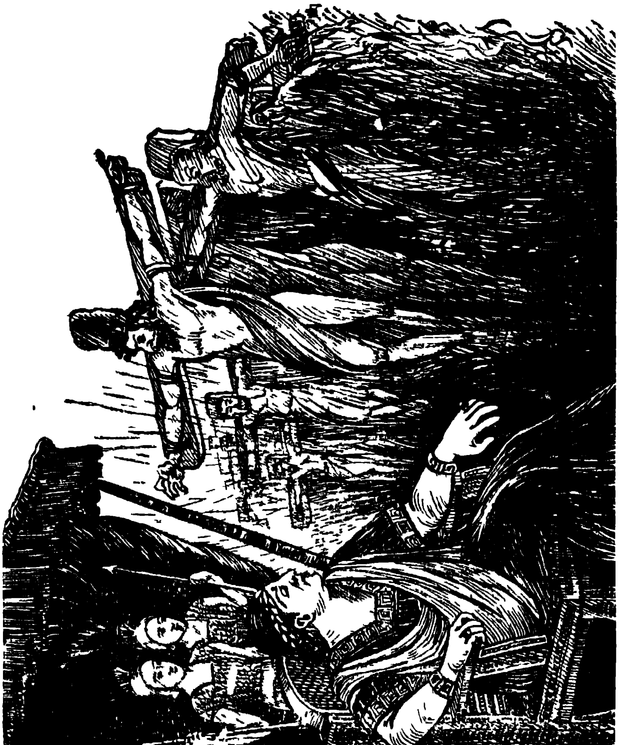
ক্রীশ্চানদের এখনও কেউ মরেনি। তবে কয়েকজন তাদের মূর্চ্ছিত হোয়ে পড়েছে। তারা যেন সবাই ঘুমুচ্ছে। আর দেখছে, 'যেখানে পাপ নেই, যেখানে যাতনা নেই, যেখানে হিংসা নেই, যেখানে আঁধার নেই—সেই ভাবী লোকের স্বপ্ন।'

ক্রিস্‌পাস্ একবার নেরোর দিকে চাইলেন। সঙ্গে-সঙ্গে মুখখানা তাঁর ঘৃণায় ভরে গেলো। তারপর বহুকষ্টে নিঃশ্বাস টেনে তিনি বোললেন,—

'ওরে মাতৃঘাতী! তোর ধ্বংস হোক্!'

শব্দ কয়টীতে সেই ভীড়ের নীরবতা ভেঙে দিলে। সমস্ত প্রাঙ্গন জুড়ে তাঁর কণ্ঠ-স্বর প্রতিধ্বনিত হোতে লাগলো।

সম্রাট প্রজাদের সম্মুখে রাগে কেঁপে উঠলেন এই অপমানের জ্বালায়। অথচ নিরুপায়। অপরাধীকে চরম-দণ্ড ইতিপূর্বেই



ক্রিস্পাস বোললেন—"ওরে মাতৃঘাতী তোর ধ্বংস হোক !"

দেওয়া হোয়ে গেছে। তাই কৌচটা একটু সরিয়ে তিনি বোসলেন।

ক্রিস্পাস্ কিন্তু বোলে চললেন আপন মনেই,—

'ধ্বংস হোক্ তোর, ওরে মাতৃঘাতী! ওরে ভ্রাতৃঘাতী! ধ্বংস হোক্ তোর, ওরে যীশুদ্রোহী! পায়ের তলায় চেয়ে দেখ্ ওই ধ্বংসের খাদ মুখ বাড়িয়ে হাঁ-কোরে আছে, তোকে গ্রাস কোরতে! মৃত্যু তোর সম্মুখে!'

এই কথাগুলি শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর সাদা মাথাটী ভেঙে পড়লো! ধীরে ধীরে তিনি মৃত্যুকে বরণ কোরলেন!

কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত ময়দানটা নীরব হোয়ে গেলো। দর্শকরা সবাই বেরিয়ে চললো রেঁস্তোরার দিকে। ক্রিস্‌পাসের এই অভিশাপ যেন তাদের সকলকেই ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে!

তখনও রাতের আঁধার ঘনিয়ে ওঠেনি। ভীড় কোরে সবাই সম্রাটের অন্য একটা বাগানের দিকে চলেছে। পথে মাতলামি কোরছে প্রায় তাদের সকলেই।

জেলে যে অসুখ সুরু হোয়েছিলো, জেল ছেড়ে তা' সমস্ত রোমে ছড়িয়ে পড়েছে! আর বেশীদিন তাই ক্রীশ্চানদের সেখানে আটক রাখা যাচ্ছে না। যতো তাড়াতাড়ি ওদের শেষ কোরতে পারা যায়, তারই ব্যবস্থা করা হোয়েছে!

আমোদপ্রিয়রা রাজার বাগানের ফটক পেরিয়ে যা' দেখলো, তাতে হতভম্ব হোয়ে গেলো সবাই। বাগানের মধ্যে যতোগুলি পথ গাছের সারির মাঝখান দিয়ে চলে গেছে, তার উপরে সব আল্‌কাতরা মাখানো খুঁটি পোঁতা। সেই খুঁটিগুলোর তলায় লতাপাতা সাজানো! আর তারই সাথে বাঁধা রোয়েছে সব ক্রীশ্চানেরা! গাছের আড়ালে তারা ঢাকা পড়েনি। পাশ দিয়ে তাদের সবাইকে বেশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

অন্ধকার আরোও ঘনিয়ে এলো!

এবার প্রত্যেকটি খুঁটির পাশে এসে দাঁড়ালো এক-একজন কোরে ক্রীতদাস। তারপর তুরী বেজে উঠতেই ওরা সেই-সব খুঁটির তলায় আগুণ ধরিয়ে দিলে। মুহূর্তে সে আগুণ গিয়ে লাগলো ক্রীশ্চানদের পায়ে। আর সমস্ত বাগানটা ওদের

আর্তনাদে কেঁপে উঠলো। কেউ কেউ আবার মুখটা একটু তুলে প্রার্থনা কোরতে লাগলো যীশুর কাছে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদের পোড়া মাংসের গন্ধে ভ'রে গেলো চারিদিক।

এমন সময় নেরো একটা সুন্দর রথে ক'রে সেখানে এসে পৌঁছলেন। সঙ্গে তাঁর চিলোন আর টিজেলিনাস্। ভয়ে চিলোনের বুকটা কেঁপে উঠলো এ দৃশ্য দেখে। এ কী পৈশাচিক কাণ্ড! শত শত জ্যান্ত মানুষ পুড়ে মরছে! আর সবাই হাসছে আনন্দে! এদের মুখে এতোটুকু দুঃখের ছায়া নেই! উঃ! কি নির্দয় এরা! নিজের ওপর চিলোনের ধিক্কার এলো। কতো পাপ সে করেছে! তা'ছাড়া এই পাপের ভাগও তাকে নিতে হ'বে।

হঠাৎ চিলোনের দৃষ্টি পড়লো একটা জ্বলন্ত খুঁটির দিকে। আগুণের ঝলকানিতে সমস্ত দেহটা তার কুঁকড়ে গেছে। তবু চিলোন তাকে চিনতে পারলো। সারা জীবন ধরে সে পাপ করেছিলো অনেক। এতদিন পরে তার চেতনা ফিরলো। তাই আজ আর্তকণ্ঠে সে চিৎকার ক'রে উঠলো,—'গ্লকাশ!...... গ্লকাশ!'...

গ্লকাশের মুখ খানা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেছে। তবু তিনি একবার হাসতে চেষ্টা কোরলেন। উপেক্ষার হাসি!...

চিলোন সে হাসির অর্থ বুঝতে পারলো। সহসা হাত দুটো গ্লকাশের দিকে বাড়িয়ে সে চিৎকার করে বোললে,—'গ্লকাশ! আমায় ক্ষমা করো! ক্ষমা করো আমায়!'

প্রকাশের সমস্ত দেহটায় তখন আগুণ ধরে গিয়েছে। প্রায় মূর্চ্ছা যাওয়ার উপক্রম হোয়েছে তাঁর! মুখ থেকে দুটী শেষ কথা ওঁর বেরিয়ে এলো,—'ক্ষমা! কোরেছি।'

দাউ দাউ কোরে আগুণ জ্বলছে। আর প্রকাশের দেহের রক্ত ও মাংস ধীরে ধীরে খুলে পড়ছে সেই আগুণের মধ্যে। দেখতে দেখতে মাথার খুলিটা তাঁর ফেটে গেলো। অমনি গরম ঘিলু খানিকটা ছিটকে পড়লো মাটীতে।

চিলোনের চোখ দুটো জ্বল জ্বল কোরতে লাগলো। সে যেন পাগল হোয়ে গেছে। হঠাৎ সেই জনতার দিকে সে ফিরে তাকালো। পরে ডান হাতটা তুলে সে চীৎকার কোরে বোললে, —'রোমবাসীগণ! আমি শপথ কোরে বোলছি, নির্দোষেরা পুড়ে মরছে! যে এই সহরের ঘরে-ঘরে আগুণ দিয়েছে, সে আর কেউ নয়—নেরো! তোমাদেরই সম্রাট নেরো!'

এই কথায় ভীড়ের মধ্যে সহসা একটা গণ্ডগোল দেখা দিল। একদল লোক বোল্‌লে, 'ধরো! ধরো! ধরো ওকে!'

আবার সেই শব্দকে ডুবিয়ে আর একদল চীৎকার কোরতে লাগলো, 'শয়তান! মাকে মেরেছে! ভাইকে মেরেছে! ঘরে-ঘরে আগুণ দিয়েছে ওই শয়তান-ই!'

জায়গা ছেড়ে সমস্ত লোক একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। চিলোন সেই ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলো কোথায়।

কোথায় যে যাচ্ছিল, চিলোনের তা' নিজেরও কোনো

ধারণা ছিলো না। চল্‌তে চল্‌তে সে আধপোড়া সেই ক্রীশ্চানদের ওপর এসে পড়লো। মাঝে মাঝে আগুণের ফুলকি এসে পড়তে লাগলো তার গায়ে। চিলোন যেন স্বপ্নে পথ চলছিলো। এমন সময়ে হঠাৎ তার কাঁধে একটা কার হাত এসে পড়তেই ওর চমক ভাঙ্‌লো। সে বোল্‌লে, 'কে ? কে তুমি ?'

—'একজন এ্যাপোস্‌ল। আমার নাম পল্।'

—'এ্যাপোস্‌ল পল্ ! কিন্তু আমি যে মহাপাপী। আমাকে আপনার প্রয়োজন !'

পল্ বোললেন, 'আমি তোমায় বাঁচাতে এসেছি চিলোন।'

চিলোন ক্লান্ত-ভাবে একটা গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো। নিঃশ্বাস পড়ছিলো তার ঘন-ঘন। পরে একটু দম ফেলে সে নিতান্ত হতাশ-গলায় বোললে, 'না, আমার মুক্তি নেই।'

পল্ হেসে উত্তর দিলেন, 'পাগল ! তুমি কি জানো না, চোর অনুতাপ কোরতেই ভগবান তাকে ক্ষমা কোরেছিলেন ?

'কিন্তু আপনি জানেন না, আমি কী পাপ কোরেছি।' উত্তর দিলে চিলোন্।

পল্ বোললেন, 'যীশুর একজন সাধারণ শিষ্য যদি তোমায় ক্ষমা কোরতে পারে, তবে কি আর তিনি পারেন না ?'

'ক্ষমা ! আমায় ক্ষমা কোরবেন ?' ব্যাকুলকণ্ঠে চিলোন জিগ্যাসা কোরলে।

—'হ্যাঁ, এসো আমার সঙ্গে।'

অনুতপ্ত চিলোনকে নিয়ে পল্ একটা ঝরণার ধারে এলেন এবং দীক্ষা দিলেন তাকে সেখানে ক্রীশ্চান ধর্মে। চিলোন একবার ধীরে ধীরে মুখ তুলে আকাশের দিকে চাইলো। পরে সে কাতর-গলায় বোললে, 'এবার আমায় কি কোরতে হবে?'

—'কিছু না। শুধু তাঁকে বিশ্বাস করো।'

২০

চিলোন আবার সেই বাগানের দিকে ফিরে চোললো। সে যেন একটা নতুন জীবন পেয়েছে।

নেরো চিলোনের কথাগুলো শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হোলেও মুখে তিনি কিছুই বলেন নি। কিন্তু টিজেলিনাস্ ওকে ছাড়লেন না।

তন্ন-তন্ন কোরে তিনি চিলোনকে খুঁজে বের কোরলেন। বোললেন, 'চিলোন, তুমি একটা মস্ত বড় অপরাধ কোরেছ, তার শাস্তি কি জানো?'

—'অপরাধ কি জানতে না পারলে তার পরিমাণ কি কোরে বুঝবো বলুন?'

—'বটে, কিছুই জানো না তুমি? যাক শোন, 'শাস্তি তার মৃত্যু! কিন্তু কাল যদি আবার তুমি সবার সুমুখে দাঁড়িয়ে বোল্‌তে পারো, যে আজ যা' বোলেছ, তা' সবই মিথ্যা, তখন তুমি মাতলামি কোরে যা' খুসী তা' বোলে ফেলেছ, তবে তোমার দণ্ড কমিয়ে দেওয়া হবে। নতুবা—!'

চিলোন শান্তভাবে উত্তর দিলে, 'আমি তা পারবো না।'

'পারবে না?' টিজেলিনাস্ ক্রুদ্ধ-গলায় জিগ্যেস কোরলেন।

—'না।'

টিজেলিনাস্ সৈন্যদের আদেশ দিলেন, 'ওকে জুতোর তলায় মাড়াতে।'

অমনি চিলোনকে তারা জুতোর তলায় মাড়াতে লাগলো !

টিজেলিনাস্ বোললেন, 'বল্ শয়তান, এখনও বল্।'

চিলোনের মুখ দিয়ে মাত্র সেই কয়টা কথাই আবার বেরিয়ে এলো, 'না, পারবো না।'

—'দাও। ও শয়তানের জিভ টেনে ছিঁড়ে দাও !'

সঙ্গে-সঙ্গে সৈন্যেরা চিলোনের জিভটা ছিঁড়ে বের কোরলে ! পরে খেতে না দিয়ে ওকে আটকে রাখলো তারা গারদে !

২১

পরের দিন আবার সেই হত্যাকাণ্ড দেখবার জন্য লোকের ভীড় জমলো অসম্ভব রকমের! সম্রাট, টিজেলিনাস্ সবাই এসে পৌঁছলেন। কিন্তু ময়দানের মাঝখানে একটা মাত্র ক্রুশ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো কিছুরই ব্যবস্থা সেদিন করা হয়নি। ফটকের দিকে সকলেই উৎসুকভাবে চেয়ে আছে। হঠাৎ বধ্যভূমির শেষ-কোণের একটা দরজা খুলে গেলো। এবং দু'জন লোক চিলোনকে সেখান থেকে টেনে-টেনে মাঝখান অবধি আনলে! পরে সেই ক্রুশের কাঠের সঙ্গে তাকে গেঁথে দিলে ওরা পেরেক দিয়ে!

চিলোনের উলঙ্গমূর্তি দেখে অনেকেই ওকে চিনতে পারলে না। তাছাড়া অত্যাচার হোয়েছিল তার উপর এতো অধিক, যে চেহারাটা একেবারে বীভৎস হোয়ে গিয়েছিল! সমস্ত মুখখানা তার ফ্যাকাশে হোয়ে গেছে! রক্ত যেন তাতে আর এক বিন্দুও নেই। গায়ের চামড়ার মধ্য দিয়ে তার হাড়গুলো সব দেখা যাচ্ছে। সমস্ত মুখের ওপর পড়েছে একটা নির্যাতন আর অত্যাচারের সুস্পষ্ট ছাপ। কিন্তু তবুও একটা শান্তির ছায়া তাতে বর্তমান। অনুতাপের সঙ্গে-সঙ্গেই একটা শান্তি যেন ওর আত্মাকে পবিত্র কোরে তুলেছে।

এই সময়ে একটা প্রকাণ্ড ভালুক সেই ময়দানের মধ্যে এলো অপর একটা দরজা দিয়ে। সে একবার চিলোনের কাছে

এসে তাকে শুঁকলো। পরে ঘোঁৎ ঘোঁৎ কোরতে লাগলো তার পায়ের তলায় বোসে। যেন এই মানুষগুলোকে সে-ও নিন্দে কোরছে।

চিলোন ধীরে ধীরে একবার মাথাটা তুলে সমস্ত দর্শকের মুখের দিকে তাকালে। বুকটা তার ঘন-ঘন উঠতে নামতে লাগলো। হঠাৎ মুখখানি উঠলো তার উজ্জ্বল হোয়ে। তারপর মাত্র একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ওর জীবনের শেষ নিঃশ্বাস-টুকুও বেরিয়ে গেলো!

ঠিক সেই সময় একটা দৈব-বাণীর মতো হঠাৎ কে যেন বোলে উঠলো, 'শান্তি হোক!'

সমস্ত ময়দানটা স্তব্ধতায় ভরে গেলো।

কণ্ঠস্বর পলের।

২২

আজ পর্যন্ত মরবার জন্য লিজিয়া আর আরসাসের ডাক পড়েনি। কিন্তু সমস্ত জেলের ক্রীশ্চানরা প্রায় ফুরিয়ে এসেছিলো। আজই এই হত্যার উৎসব শেষ হোয়ে যাবে, এ-সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ময়দানে আর লোক ধরে না! সম্রাট এসেছেন, টিজেলিনাস্ এসেছেন। পিত্রোনিয়াস্ আর ভিনিসিয়াস্‌কেও আসতে হোয়েছে।

ভিনিসিয়াসের মুখে চোখে সাহসের এক অপূর্ব দীপ্তি। আন্দাজে তিনি অনুভব কোরলেন লিজিয়ারও আজ শেষদিন! কিন্তু কে যেন তাঁর মনকে বার-বার এই কথাই বোলছে, 'ভয় নেই, যীশু তার প্রার্থনা শুনবেন।'

ভিনিসিয়াস্ নিশ্চল পাথরের মতো বোসে ময়দানের দিকে তাকিয়ে রইলেন। যেন তাঁর সংজ্ঞা নেই—প্রাণহীন একটা পুতুল মাত্র!

ময়দানে তখনও বন্দীদের কাউকে আনা হয়নি। সবাই ব্যস্ত হোয়ে উঠেছে। আজ যে কি ভাবে হত্যার খেলাটা সুরু হবে, তা' কারুর ধারণাই ছিল না। তাই বিরক্ত হোয়ে সবাই ফটকের দিকে তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ টিজেলিনাস্ একটা লাল রুমাল ময়দানের মাঝখানে ছুঁড়ে দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে সম্রাট যেখানে বসেছিলেন ঠিক তারই বিপরীত দিকের দরজাটা খুলে গেলো।

আরসাস্ সেই দরজা দিয়ে ময়দানের মধ্যে বেরিয়ে এলো—একা আরসাস্।

চারিদিকে একবার সে তাকিয়ে দেখলে,—কেমন ভাবে তাকে হত্যা করা হবে! ময়দানের কোথায়ও ত ক্রুশ নেই। যে ক্রুশে যীশু মরেছিলেন, সেই ক্রুশে মরবার মতো সৌভাগ্য কি তার হবে না!

ওকে দেখে দর্শকদেরও আনন্দের সীমা নেই। তারা শুনেছিলো, আরসাস্ই ক্রুটনের মতো বীরকে হাতে টিপে খুন কোরেছে। মরবার সময় ও নিশ্চয়ই লড়াই কোরে মরবে! আর সেই লড়াইটাও হবে বেশ দেখবার মতোই।

কিন্তু কতকক্ষণ চলে গেলো, যুদ্ধ করবার মতো কোন আভাসই তার পাওয়া গেলো না। সে-ও অন্যান্য ক্রীশ্চানদের মতোই নতজানু হোয়ে প্রার্থনার ভঙ্গীতে সেখানে বোসলো।

হঠাৎ তুয বেজে উঠলো অতি অল্প সময়ের মধ্যেই।

অমনি একটা দরজা খুলে গেলো। সেই দোর দিয়ে প্রবেশ কোরলে একটা প্রকাণ্ড ষাঁড় আর একদল বল্লমধারী সৈনিক। ষাঁড়টার শিঙ্গে বাঁধা রয়েছে একটী মেয়ে।

ভিনিসিয়াস্ এতোক্ষণ কাতরভাবে যীশুকে ডাকছিল। কিন্তু এই দৃশ্য দেখে আর তিনি স্থির থাকতে পারলেন না! চম্‌কে উঠেই চীৎকার কোরে ডাকলেন, 'লিজিয়া! লিজিয়া!'

মৃত্যু যন্ত্রণায় মানুষ যেমন কোরে ছটফট করে, ভিনিসিয়াস্ও তেমনি ছটফট কোরতে লাগলেন। সকাতরে তিনি চীৎকার

কোরে উঠলেন, 'যীশু! যীশু! কোথায় তোমার যাদু? কোথায় তোমার মায়া?'

এই সময় পিত্রোনিয়াস্ একটা ওড়না দিয়ে তাঁর মাথাটা ঢেকে দিলেন। ভিনিসিয়াস্ আর কিছুই দেখতে পেলেন না। সাহসও কোরলেন না তিনি চেয়ে দেখতে!

আরসাস্ এতোক্ষণ মরবার জন্যই প্রস্তুত হোয়ে বসেছিলো। কিন্তু ষাঁড়ের শিঙএর ওপর লিজিয়াকে দেখে সে আর সহ্য কোরতে পারলো না। উন্মাদের মতো ছুটে গিয়ে দু'হাতে ও চেপে ধরলো সেই ষাঁড়ের শিঙ্ দুটোকে।

পিত্রোনিয়াস্ তখন ভিনিসিয়াসের চোখের ওপর থেকে ওড়নাটা সরিয়ে দিয়ে বোললেন,—'দেখো'।

ভিনিসিয়াস্ এবার মরা মানুষের মতন স্থির-দৃষ্টিতে সেইদিকে চেয়ে রইলেন।

ষাঁড়টাকে আরসাস্ দুইহাতে চেপে ধরেছে! সেই চাপে তার সামনের পা দু'টো বোসে গেছে মাটীর মধ্যে! এই রকম একটা প্রকাণ্ড ষাঁড়ের সঙ্গে মানুষের লড়াই এর আগে রোমে কেউ কখনও দেখেনি। তারা আরসাসের গায়ের জোরের কথা শুনেছিলো। তাই অবাক্ হোয়ে গেলো সবাই আজ চোখের সামনে দেখে। সকলেই উঠে দাঁড়ালো পায়ের উপর ভর দিয়ে। সম্রাটও বিস্ময়ের সঙ্গে আসন ছেড়ে উঠলেন। ভিনিসিয়াস্ তখন আরও কাতর-কণ্ঠে যীশুকে ডাকতে লাগলেন।

হঠাৎ একটা ভয়ানক আর্তনাদ কোরে ষাঁড়টা মাটিতে

আছড়ে পড়লো। আবসাস্ তখনও ওকে ছাড়েনি। যাতনায় গোঙাতে গোঙাতে যখন ষাঁড়টা মরে গেলো, তখন দ্রুতহাতে লিজিয়ার বাঁধন খুলে সে তাকে কোলে তুলে নিলে।



ভিনিসিয়াস বিশ্বাসের বলে আবার লিজিয়াকে ফিরে পেলো—

সমস্ত দর্শকরা আবসাসের বীরত্বে অবাক হোয়ে গিয়েছিলো। এ রকম একটা বীরকে প্রাণে মেরে ফেলতে কারও ইচ্ছে

হোলোনা। সবাই একসঙ্গে চীৎকার কোরতে সুরু কোরলে, 'মুক্তি দাও। আরসাস্‌কে এখুনি মুক্তি দাও।'

আরসাস্ লিজিয়াকে কোলে নিয়ে সম্রাটের সামনে এসে বোললে, 'দাও, একে মুক্তি দাও সম্রাট।'

তার কথার প্রতিধ্বনি কোরে সবাই বোলতে লাগলো, 'হ্যাঁ, মুক্তি দাও! মুক্তি দাও!'

সম্রাট কি কোরবেন না কোরবেন ভেবে পেলেন না। আবার সবাই মিলে চীৎকার কোরতে লাগলো, 'মুক্তি দাও! ওদের মুক্তি দাও!'

দাম্ভিক নেরো এই হাজার-হাজার লোকের কথা অস্বীকার কোরতে কিন্তু সাহস পেলেন না। তিনিও বোললেন, 'হ্যাঁ, মুক্তি দাও।'

লিজিয়া আর আরসাস্ মুক্তি পেলো। যীশুর মায়া ওদের বাঁচিয়ে দিলে। ভিনিসিয়াস্ তাঁর বিশ্বাসের বলেই আবার লিজিয়াকে ফিরে পেলো। তারপর হলো ওঁদের বিয়ে।

২৩

ক্রীশ্চানদের হত্যার উৎসব শেষ হোয়ে গেছে। মুষ্টিমেয় ক্রীশ্চান আর পিটার ও পল্ বেঁচে গেছেন। তাঁরা এতোদিন লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুরছিলেন। পিটার ও পল্ এবার ভেবে ঠিক কোরলেন যে, রোমে থেকেই তাঁরা প্রচারের কাজ চালাবেন আরো জোরে। কিন্তু ভিনিসিয়াস্ ও অন্যান্য ক্রীশ্চানেরা তা' কোরতে দিলেন না। তাঁরা বোললেন, 'ওরা এখনও পেলে ক্রীশ্চানদের পশুর মতন শিকার কোরছে। রোম ছেড়ে আপনারা দু'জনেই পালান। নইলে আপনাদেরও এরা হত্যা কোরবে!'

পিটার বোললেন, 'এতো ক্রীশ্চান মরতে পারলো আর আমরা পারিনে?'

ভিনিসিয়াস্ বোললেন, 'কিন্তু আপনারা না থাকলে ক্রীশ্চান ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখবে কে? পল্ রোমের লোক। তিনি না হয় রোমেই থাকলেন। কিন্তু আপনি বিদেশী। আপনি এখানে থেকে, নিজেকে এবং ক্রীশ্চান-ধর্মকে বিপন্ন কোরবেন কেন?'

পিটার প্রথমে সম্মত হোলেন না। পরে স্বীকার পেলেন আবার নিজের দেশে গিয়ে ধর্ম প্রচার কোরতে।

পরদিনই সকালে তিনি একা রোম নগর ছেড়ে চললেন।

পিটার চোলেছেন এক মাঠের মধ্য দিয়ে। কেউ কোথায়ও নেই। সেই সবে সূর্য উঠেছে পূর্বদিকে। হঠাৎ তিনি দেখলেন, কে যেন সেই সূর্যালোকের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে নেমে আসছেন। অবাক হোয়ে পিটার সেখানে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর যাঁকে দেখতে পেলেন, সে আর কেউ নয়—'যীশু।

পিটার তাঁকে প্রণাম কোরে বললেন, 'কোথায় যাচ্ছ প্রভু? —রোমে'।

সেই ছায়ামূর্তি বোললেন, 'যেখানে আমার শত-শত পুত্র রয়েছে। তুমি তাদের ফেলে এসেছো, তাই আমি সেখানে চোলেছি।'

পিটার তাঁর অপরাধ বুঝতে পারলেন। তিনি সেই ছায়া-মূর্তির পায়ের তলায় প্রণাম কোরে বোললেন, 'প্রভু, আমি ভুল কোরেছি। আমায় ক্ষমা করো তুমি।'

ছায়ামূর্তি তাঁকে আশীর্বাদ কোরে অদৃশ্য হোয়ে গেলেন।

পিটার তখনিই ফিরে চললেন আবার রোমে।

তাঁকে রোমে দেখে সবাই অবাক্ হোয়ে গেলো। তিনি যীশুর আবির্ভাবের কথা তাদের সকলকে বুঝিয়ে বললেন।

এর পর পিটার ও পলের কথা সম্রাটের কাছে আর বেশীদিন অজানা রইল না।

একদিন সৈন্যেরা গোপনে এসে তাঁদের দু'জনকেই বন্দী কোরে নিয়ে গেলো! এবং সম্রাটের আদেশে তাঁদের মারা হলো অতি নৃশংস ভাবেই।

অত্যাচারী সম্রাটের ভয়ে লিজিয়া ও ভিনিসিয়াস্ রোম ছেড়ে সিসিলিতে পালিয়ে গেলো। সঙ্গে গেলো তাদের দু'জনেরই জীবনদাতা আরসাস্। সেখানে গিয়ে তারা সারা জীবন যীশুর পূজায় অতিবাহিত কোরলে।